সার্ভে

ও

সেটেলমেণ্ট সমাচার।

ময়মনসিংহের এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার

খান বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ আব্দুল মমিন বি, এ,

মহোদয় কর্ত্তৃক

পরিদৃষ্ট ও প্রশংসিত

শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত।

মডেল লাইব্রেরী,

ময়মনসিংহ।

SURVEY

AND

SETTLEMENT SAMACHAR.

সার্ভে ও

সেটেলমেণ্ট সমাচার।

"মহারাজা সূর্য্যকান্ত" প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

ময়মনসিংহ মডেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীকৈলাস চন্দ্র আচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮ সন।

 মূল্য।৶০ ছয় আনা।

নিবেদন।

সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহার কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বসাধারণে সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

এই সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট কার্য্য কোন স্থানে নূতন আরম্ভ হইলে তথাকার লোক একেবারে বিব্রত হইয়া পড়ে। কার্য্য-প্রণালী ও তদ্বিরের উপায় জানা না থাকায় সর্ব্বদাই নিজের ক্ষতি হইল বলিয়া আশঙ্কা হয়। "সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সমাচার" সেই সব অভাব দূর করিয়া আশঙ্কা নাশের জন্যই ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইল।

ইহাতে ট্রাভার্স সার্ভে বা ঘের জরিপ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৬ ধারার বিচার পর্য্যন্ত সেটেলমেণ্টের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত হইয়াছে। সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য-প্রণালী বুঝিবার পক্ষে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যথাযোগ্য তদ্বির করার পক্ষে সম্পূর্ণরূপ উপযোগী করা সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। সকলের পক্ষেই বুঝিবার সুবিধা হইবে বিবেচনায়, ভাষা যথাসম্ভব সরল করা গিয়াছে। আশা করি ইহা পাঠে মালিক, প্রজা, আমীন, পাটোয়ারী প্রত্যেকেরই বিশেষ উপকার দর্শিবে।

সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে বিবেচনায় আইনের আবশ্যকীয় ধারাগুলির বঙ্গানুবাদ যথাস্থানে দেওয়া

হইল। মুসলমানগণের প্রকৃত ওয়ারিশ নির্ণয় করা এক কঠিন সমস্যা। সাধারণের মধ্য হইতে সে অভাব দূরীকারণার্থ পরিশিষ্টে মুসলমানি ফরায়েজ সংযোগ করিয়া দেওয়া গেল; মুসলমানের ওয়ারিশসূত্রে সম্পত্তির অংশ নির্ণয়ে এখন আর গোল বাঁধিবে না।

এই পুস্তক প্রণয়নে পরিপক্ক কানুনগো শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর হালদার বি, এ, মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; এমন কি, তাঁহার উদ্যোগ ও সহানুভূতিই ইহার অস্থি মজ্জা। এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ময়মনসিংহের এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার খাঁন বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ আবদুল মমিন বি, এ, এবং সেটেলমেণ্ট বিভাগের কতিপয় জ্ঞাতসার মহাত্মা বইখানি দেখিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়ায়, তাঁহাদের মহানুভবতায় আমি চিরকৃতজ্ঞতা সূত্রে সংবদ্ধ রহিলাম।

নানা কারণে পুস্তকে ভ্রম প্রমাদ থাকার কথা; আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ সে ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। পুস্তকখানি দ্বারা কাহারও কিছু মাত্র উপকার দর্শিলে সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

ঘোষবাড়ী, মুক্তাগাছা
ময়মনসিংহ
৪ঠা শ্রাবণ ১৩১৮ সন।

বশংবদ
গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থান নানাকারণে সংশোধিত হইয়া ছাপা হইতে না পারায় এবারের জন্ম নিয়ে সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল। বারান্তরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

১। ২০ পৃষ্ঠায় ৪র্থ প্যারাতে অর্থাৎ "এই বিচারে আপীল" হইতে আরম্ভ করিয়া "নিযুক্তের কোন আবশ্যক নাই" পর্য্যন্ত কথাগুলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি পড়িতে হইবে। যথা—

"খানাপুরীর সময় কেবল রেকর্ড প্রস্তুতের সুবিধার জন্য যে সীমানার বিবাদ মিমাংসিত হয়, উহা সার্ভে একৃট অনুসারে করা হয় না; কাজেই চূড়ান্ত নহে। এই মিমাংসার বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যায় না। সীমানার তর্ক থাকিলে তজ্জন্য এটেষ্টেশনের সময় এটেষ্টেশন অফিসারের নিকট আপত্তিকারী হইলে তখন সার্ভে একৃট অনুসারে রীতিমত বিচার হইয়া থাকে। ইহার বিরুদ্ধে আপীল করা যায়। নিষ্পত্তির তারিখ একমাস মধ্যে সার্ভে একৃট্ অনুসারে রীতিমত কোর্টফি দ্বারা দরখাস্ত দিলে সেটেলমেণ্ট অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ সার্ভের ক্ষমতা পরিচালনে আপীলের বিচার করিয়া থাকেন। সীমানার বিবাদ সম্বন্ধে এটেষ্টেশনের সময় বিচার হইয়া গেলে যদি উহার আর কোন আপীল না হয় তবে আর এসম্বন্ধে দেওয়ানী বিচার চলিবে না। কিন্তু আপীল নিষ্পত্তি হইলে তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী করা যাইতে পারে।

২। ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারার ৯ম লাইনে "মালিক ইচ্ছা করিলে" হইতে আরম্ভ করিয়া "বৃদ্ধি করিতে পারেন।" পর্য্যন্ত কথাগুলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিতরূপ পড়িতে হইবে। যথা :—

"১৫ পনর বৎসর মধ্যে একাধিক বার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে না।"

৩। ৬২ পৃষ্ঠায় ১ম প্যারার "কর্ষা বা চাষী প্রজা" হইতে "লিখা হয় না" কথাগুলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি হইবে ; যথা :—

"যাহার অধীনে কোন প্রজা নাই, নিজের খামারে আছে, এটেষ্টেশনের সময় কেবল তাহাদেরই পথকর লিখা হয়। যাহাদের অধীনে প্রজা আছে, তাহাদের পথকর ভেলুয়েশন (Valuation) অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়।"

৪। ৭৪ পৃষ্ঠায় ১৩ লাইনে "সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে" কথার পর "দুই মাস মধ্যে" কথাটী হইবে ; তৎপর "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব" ইত্যাদি।

৫। ৭৮ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনে অর্থাৎ "১০৬ ধারা" চাপ্টারের ১ম লাইনে "১০৫ ধারার বিচারের পর" কথা কয়েকটী উঠিয়া যাইবে।

৬। ৮০ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনের নিম্নে প্যারাগ্রাফে অর্থাৎ "দেওয়ানী আদালতে" হইতে "নিষ্পত্তি হইয়া থাকে" পর্য্যন্ত কথাগুলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত মত পড়িতে হইবে। যথা :—

"দেওয়ানী আদালতে স্বত্বের মোকদ্দমা রুজু করিতে মূল্যানুসারে কোর্টফি দিতে হয়, ঊর্দ্ধে কত লাগিবে তাহার

কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কিন্তু সেটেলমেন্ট বিভাগে ১০৬ ধারায় মোকদ্দমা রুজু করিতে ঐরূপ মূল্যানুসারে কোর্টফি দিতে হইলেও উর্দ্ধে ১০৲ দশ টাকার অধিক মূল্যবান কোর্টফি দিতে হয় না। দেওয়ানী আদালত হইতে সেটেলমেন্ট আদালতে সত্বর নিষ্পত্তি হয়।"

সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সমাচার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

সেটেলমেণ্ট শব্দের প্রকৃত অর্থ বন্দোবস্ত। কিন্তু সেটেলমেণ্টের জরিপ বলিতে বন্দোবস্তের জন্য জরিপ না বুঝিয়া জরিপ ও স্বত্ব লিখন কার্য্য বুঝিতে হইবে। প্রজা ও ভূম্যধিকারী মধ্যে যে যেরূপ স্বত্বে জমি দখল করে তাহা জরিপ করতঃ তাহা লিপিবদ্ধ করাই সেটেলমেণ্ট জরিপের কার্য্য। আবশ্যক হইলে কোন কোন স্থানে জরিপ করিয়া সেটেলমেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত করাও হয়।

এই জরিপ ও স্বত্ব লিখন কার্য্যে প্রজাসাধারণ ও মালিকের কি ইষ্টানিষ্ট হইবে, তাহা নিম্নলিখিত কার্য্য প্রণালীর অবস্থা জ্ঞাত হইলেই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। তদুদ্দেশ্যেই সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী নিম্নে আলোচিত হইল।

সার্ভে ও সেটেলমেন্ট পর্য্যায় ঃ

নিম্নলিখিত শ্রেণী বা বিভাগ দ্বারা সেটেলমেন্টের জরিপ ও স্বত্ব লিখন কার্য্য ক্রমান্বয়ে বিভাগ করা হইয়াছে। উহার প্রত্যেকটী কার্য্যের প্রতি যথাসময়ে প্রজা ও মালিক উভয়েরই বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য।

কার্য্যের বিভাগ যথা ঃ—

(১) ট্রাভার্স সার্ভে বা ঘের জরিপ।

(২) কিস্তোয়ার বা ক্ষেত্র জরিপ।

(৩) খানাপুরী।

(৪) বুঝারত।

(৫) এটেষ্টেশন বা তসদিক।

(৬) ড্রাপ্ট পাবলিকেশন বা পাণ্ডুলিপি প্রচার।

(৭) ১০৩ (ক) ধারা মতে আপত্তি।

(৮) ফাইনাল যাঁচ।

(৯) ফাইনাল রেকর্ড প্রস্তুত।

(১০) ফাইনাল পাবলিকেশন বা চূড়ান্ত কাগজ প্রচার। আবশ্যক মত ১০৪ ধারার বিচার।

(১১) সেটেলমেন্টের খরচ আদায় এবং ফাইনাল রেকর্ড ও নক্সা বিতরণ।

(১২) ১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারা মতে বিচার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ট্রাভার্স সার্ভে (Traverse Survey) বা ঘের জরিপ।

সেটেলমেণ্ট জরিপের কার্য্যারম্ভের প্রথমে ঘের জরিপ হয়। প্রত্যেক মৌজার মোটামুটি সীমানা নির্দ্দেশ এবং কিস্তোয়ার জরিপের সিট প্রস্তুত জন্য ঘের জরিপের নিতান্ত আবশ্যক।

থিওডোলাইট নামক যন্ত্রের সাহায্যে এই ঘের জরিপ হইয়া থাকে।

ঘের জরিপের সময় ত্রিসীমানায় পাথর এবং স্থানে স্থানে বাঁশ বা কাঠের খুটা পুতিয়া ষ্টেশন করা হয়। তদ্দ্বারাই মৌজার ঘের লাইন নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত খুটা ও পাথর অনুসন্ধান করিয়া সহজে বাহির করার জন্য তন্নিকটে জিকা বা অন্য কোন বৃক্ষের ডাল রোপণ করা হয়।

এই খুটা বা পাথরের অবস্থিতি দ্বারা মৌজার প্রকৃত সীমানা স্থিরীকৃত হয় না। কেননা উহা কেবল জরিপের সাহায্যে জরিপ কারকের সুবিধা মত বসান হয়। প্রকৃত সীমানা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ সকল খুটা বা পাথর বসান হয় না। সুতরাং কোন মৌজার বা ব্যক্তির স্বত্ব নষ্টের আশঙ্কা করার কারণ নাই। কোন অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এ গুলি নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে। নষ্ট করিলে বরং জরিপের খরচ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভবিষ্যতে এই সমস্ত ষ্টেশনের গাছগুলি সজীব অবস্থায় রক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে জমি সংক্রান্ত গোলযোগ সেটেলমেণ্টের নক্সা দ্বারা মিমাংসার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

মৌজার দখল অনুসারেই থের লাইন দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু কার্য্যের সুবিধা ও আনুসঙ্গিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য থের জরিপ কারক অনেক স্থলে থাক নক্সার সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকে।

থের জরিপের লাইনগুলি কাগজে অঙ্কিত করিয়া জরিপের সিট প্রস্তুত করা হয় এবং উহাতেই কিস্তোয়ারের সময় ক্ষেত্র সমূহ অঙ্কিত করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিস্তোয়ার বা ক্ষেত্র জরিপ।

থের জরিপের পর কিস্তোয়ার বা ক্ষেত্রজরিপ। এই সময় প্রত্যেক ক্ষেত্রের সীমানা নক্সায় অঙ্কিত হয়।

ক্ষেত্রের কিত্তায় কিত্তায় জরিপ করিয়া নক্সায় অঙ্কিত করার নাম কিস্তোয়ার বা ক্ষেত্র জরিপ।

নক্সা প্রতি ১৬ ইঞ্চিতে এক মাইলের সমান ধরিয়া প্রস্তুত করা হয়।

জরিপের কার্য্যে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা :—প্লেন টেবল্, অপটিকেল স্কোয়ার বা রাইটএংগল, কম্পাস

বা পটরী, কেল (কম্পাস্), ডিভাইডার (কর্ম্ম বা কাটা), পেন্সিল, রবার, নিশান, চেইন বা শিকল *, পিন, বাঁশের নল †। সাইটভেন ও মেগ্নেটিক কম্পাস ও ব্যবহৃত হয়।

ক্ষেত্র জরিপের কার্য্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ—

(১) ট্রাভার্স ষ্টেশন অনুসন্ধান করতঃ বাহির করা এবং মাপ করিয়া পরীক্ষা করা।

(২) মৌজার সীমানা অঙ্কিত করা।

(৩) মোরব্বা করা।

(৪ মৌজার মধ্যস্থিত ক্ষেত্র সমূহ জরিপ করা।

(৫) নক্সায় নীল দেওয়া।

ষ্টেশন নির্দ্দেশ ঃ—

জরিপকারক সরেজমিতে যাইয়া ট্রাভার্স ষ্টেশনের অনুসন্ধান করিবে। কোন একটী ষ্টেশনের চিহ্ন পাওয়া না গেলে বা সন্দেহ যুক্ত হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে পুনঃ খুটা বসাইবে বা স্থান নির্দ্দেশ করিবে। বিলুপ্ত কোন ষ্টেশন ব্যতীত কার্য্য চলিলে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন করে না।

(ক) নির্দ্দিষ্ট অপরাপর ষ্টেশন গুলির সহিত ঐক্য রাখিয়া কোন এক স্থানে বিলুপ্ত ষ্টেশন কল্পনা করতঃ সেই স্থান হইতে অপর তিনটী নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশন পর্য্যন্ত শিকল দ্বারা মাপিয়া দিটে.

---

* ১০০ লিঙ্ক বা কড়িতে এক চেইন বা শিকল। এই শিকলের দৈর্ঘ্য ২২ গজ।

† এই নলের পরিমাণ ২০ কড়ি বা লিঙ্ক = ১৩$\frac{1}{5}$ ফিট। অল্প স্থান মাপিবার জন্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

অঙ্কিত যের লাইনস্থিত ষ্টেশনগুলির দূরত্বের সহিত ঐক্য করিলে যদি তিনটি মাপই সিটের সহিত মিলিয়া যায়, তবে ঐ স্থানেই প্রকৃত ষ্টেশনের অবস্থিতি ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে।

(খ) এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশন দেখা যায় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট দুইটী ষ্টেশনের যোগ লাইন হইতে অপটীকেল স্কোয়ারের সাহায্যে অফ্‌সেট নিয়াও বিলুপ্ত ষ্টেশন নির্দ্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু অপটিকেল স্কোয়ারের সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থান নির্দ্দেশ করা অশুদ্ধ হইতে পারে।

সরেজমিনে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে দূরত্ব পাওয়া যায় তাহা সিটে অঙ্কিত ষ্টেশনের দূরত্বের সহিত (স্কেল ক্রমে) মিলিত না হইয়া প্রতি শিকলে এক বা অর্দ্ধ লিঙ্কের অধিক পার্থক্য হইলে ষ্টেশন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ঠিক হয় নাই বুঝিতে হইবে।

সীমানা জরিপ ঃ—

ট্রাভার্স ষ্টেশন অনুসন্ধানের পর সমস্ত মৌজার সীমানা ট্রাভার্স লাইন হইতে অফ্‌সেট নিয়া ট্রাভার্স সিটের উপর অঙ্কিত করিতে হয়।

ট্রাভার্স লাইন হইতে মৌজার প্রকৃত সীমানা আড়াই শিকলের বেশী দূরে থাকিলে "টাইলাইন" দ্বারা এক কি ততোঽধিক ষ্টেশন প্রস্তুত করতঃ উক্ত "টাইলাইন" হইতে অফসেট নিতে হয়।

দুই মৌজার মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন সড়ক, হালট বা খাল থাকিলে তাহা উভয় মৌজার নক্সাতে অঙ্কিত হইবে।

দুই মৌজার মধ্যস্থলে নদী, খাল, ইত্যাদি কোনরূপ জলস্রোত থাকিলে অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী সীমানা জরিপ হইয়া থাকে। যথা :—

(ক) নদী বা খালের পরিসর তিন শিকলের বেশী না হইলে উভয় পাড় উভয় মৌজার জরিপ কারকই অঙ্কিত করিবে। এই নদী বা খাল কোন্ মৌজার ট্রাভার্স সিটে পড়িয়াছে, তাহা দেখিবার আবশ্যক করে না।

(খ) নদী বা খালের পরিসর তিন শিকলের বেশী হইলে ঐ নদী বা খাল যে মৌজার ট্রাভার্স সিটের ভিতরে পড়িয়াছে, সেই মৌজার জরিপকারক উহা অঙ্কিত করিবে। অপর মৌজায় মাত্র নিকটস্থ পাড় অঙ্কিত করিলেই চলে।

(গ) নদী বা খালের পরিসর অত্যন্ত বেশী হইলে অর্থাৎ কোন মৌজা হইতেই উহার উভয় পাড় অঙ্কিত করার সুযোগ না ঘটিলে প্রত্যেক মৌজার জরিপ কারককেই তাহার নিকটস্থ পাড় অঙ্কিত করিতে হয়।

মোরব্বা (Quadrilateral.)

ঘের জরিপের যে সিট প্রস্তুত হইয়াছে, ক্ষেত্র জরিপ কার্য্যের সুবিধার জন্য ঐ সিটের লাইনের মধ্যস্থিত স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা হয়; উহার এক একটী ভাগকে "মোরব্বা" কহে।

জরিপকারক মৌজার ঘের লাইন পরীক্ষা করিবার সময় মোরব্বা প্রস্তুত করার সাহায্যার্থে ট্রাভার্স লাইনের উপর স্থানে স্থানে নূতন ষ্টেশন প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই ষ্টেশন গুলির

দূরত্ব সচরাচর ১০ শিকলের ন্যূন কি ১৪ শিকলের অধিক হয় না।

মৌজার সীমানার কার্য্য শেষ হইলে পর মোরব্বার কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত স্থান গুলিকে মোরব্বার কোণা ধরিয়া সমস্ত মৌজা মোরব্বা দ্বারা বিভক্ত করিতে হয়।

(ক) ট্রাভার্সের মূল চান্দা অর্থাৎ বাউণ্ডারী বা ঘের লাইনের খুটা বা পাথরের স্থান।

(খ) ট্রাভার্স লাইনের উপর শিকল দ্বারা যে সমস্ত চান্দা ঠিক করা হইয়াছে।

(গ) মৌজা মধ্যে টাইলাইন দ্বারা যে সমস্ত উপচান্দা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(ঘ) ঐ সমস্ত চান্দা বা উপচান্দার যোগ লাইনের উপর শিকল দ্বারা যে সমস্ত উপচান্দা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক মোরব্বার আয়তন প্রায়ই চতুষ্কোণ বিশিষ্ট অঙ্কিত হইয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে আকৃতি অন্যরূপও হয়। মোরব্বার এক এক পার্শ্ব ১০ হইতে ১৪ শিকল পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী হয়।

মোরব্বা প্রস্তুতের সময় যে স্থান দিয়া শিকল চালান হয়, উহাকে "মোরব্বা লাইন" কহে। ঐ লাইন মৌজার অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রের আইল গুলি কাটিয়া যায়। তথায় সরে জমিনে ঐ সমস্ত আইলের উপর কোদালী দ্বারা চিহ্ন করতঃ "কাটান" প্রস্তুত করিতে হয়।

মোরব্বা লাইন বাড়ী, পুষ্করিণী, পানবরজ, ইত্যাদির উপর দিয়া না যায় তাহা পূর্ব্বে দেখিয়া লাইন চালাইতে হইবে।

সিটের ট্রাভার্স লাইনগুলি একটা সাধারণ কাগজে অঙ্কিত করিয়া তাহাতে মোরব্বা লাইনের ও ঘের লাইনের "কাটান" ও মাপ লেখা হয়; উহার নাম খাঁকা। মোরব্বা প্রস্তুত এবং খাঁকার কাজ শেষ হইলে পর ট্রাভার্স সিটের উপর খাঁকার মাপ দৃষ্টে মোরব্বা ও কাটান অঙ্কিত করিতে হয়।

কোন পান বরজ বা ঘরের মধ্য দিয়া মোরব্বা লাইন যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অপর দুই চান্দা যোগ করতঃ কিম্বা টাইলাইন দ্বারা নূতন চান্দা বানাইয়া পান বরজ বা ঘর রক্ষা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়।

ক্ষেত্র জরিপ।

মোরব্বার কার্য্য শেষ হইলে পর তন্মধ্যস্থিত ক্ষেত্রসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে জরিপ করা হয়। এই সময় প্রজাসাধারণ ও সর্ব্বপ্রকার স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত থাকা নিতান্তই প্রয়োজন।

চেইন লাইন হইতে অফ্‌টিকেল স্কোয়ার দ্বারা অফ্‌সেট নিয়া ক্ষেত্রের কোণা, আইলের বাঁকা স্থান ও ক্ষেত্রের অন্যান্য আকৃতি স্থিরীকৃত হইয়া সিটে অঙ্কিত হয়।

ক্ষেত্র জরিপের সময় যাহাতে নিজ দখলীয় জমির সীমানা ঠিক মত দেখান হয়, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই সময় জমির সীমানা দেখাইতে গোলযোগ ঘটিলে, নক্সা অশুদ্ধ হইবে; ভবিষ্যতে এই গোলযোগ সংশোধন করান কঠিন। এমন কি অনেক সময় উহা লক্ষ্যই করা যায় না।

মৌজা মধ্যে যে ঘের লাইন দেওয়া হইয়াছে, ঐ লাইনের বাহিরে সেই মৌজার কতক জমি থাকিতে পারে এবং অপর

মৌজার কতক জমি উক্ত ঘের লাইনের ভিতরে আসিয়া ঢুকিতে পারে। এরূপ স্থলে সেই মৌজার দখলীয় জমি যাহা ঘের লাইনের বাহিরে পড়িয়াছে, সেই মৌজার সামিলে এবং বিভিন্ন মৌজার জমি যাহা ঘের লাইনের ভিতরে ঢুকিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া জরিপ করিতে হয়।

জরিপ কারকের ভ্রমে এই সীমানার জমি জরিপ করিতে গোলযোগ ঘটিলে জরিপ কারককে দখলকারী প্রজার সেই ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ঘের লাইনের খুটার বাহিরে সেই মৌজার স্বত্ব দখলীয় জমি থাকিলে তৎক্ষণাৎ উহার চতুঃসীমা দেখাইয়া দিবে এবং সেই মৌজার সামিলে জরিপ করিতে বলিবে। তাহা না করিলে যদি ভুলে বা অবহেলায় ঘের লাইনের বহির্ভাগ স্থিত সেই মৌজার জমি জরিপে বাদ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে প্রজা ও মালিকের স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ গোল-যোগ ঘটিতে পারে। ভবিষ্যতে এই গোলযোগ সারিয়া লইতে বিশেষ খেজালত পাইতে হয়। *

---

* একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় খোলাসা করা গেল। যথা:— কুলপুর এবং কলাবাঁধা পাশাপাশি গ্রাম। কুলপুর ৮নং তৌজির ফুল (সম্পূর্ণ) মহাল ও কলাবাঁধা ৭নং তৌজির ফুল (সম্পূর্ণ) মহাল। যদি কুলপুর মৌজার ঘের লাইনের বাহিরে ঐ মৌজার কতক জমি থাকে ও উহা জরিপের সময় কুলপুর মৌজার সামিল ধরা না পড়ে, তবে নিশ্চয়ই কলাবাঁধা মৌজার সামিল হইয়া যাইবে। এই গোলযোগ ধরা পড়িয়া সংশোধিত না হইলে কালে ৭নং তৌজির মালিক কুলপুর মৌজার

জলস্রোতের পার্শ্বস্থিত লপ্ত পয়স্তি চর বর্ত্তমান দখল অনুসারে জরিপ হইয়া থাকে।

থাক নক্সার পরে যে সমস্ত নূতন লপ্ত পয়স্তি চর হইয়াছে, তাহাতে নূতন তৌজি নম্বর পড়িলেও যে মৌজার লপ্ত পয়স্তি সেই মৌজা বলিয়াই ধরা পড়িবে। বরং জলস্রোতের গর্ভস্থিত চর পৃথক মৌজা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কোন্ জমিতে কাহার কিরূপ স্বত্ব, কিম্বা কোন্ জমি কাহার দখলে আছে, কিস্তোয়ারের সময়, তাহা কিছুই লিখা হয় না। কেবল মাত্র পরিমাপ অনুসারে ক্ষেত্রের আকৃতি (Position) নক্সায় অঙ্কিত করা হয়। কাজেই নিজ দখলীয় জমির স্বত্বাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় না দিয়া কেবল সীমানা দেখাইয়া দিলেই চলে।

সীমানা দেখাইবার সময় নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যে যে স্থানে "দাগ" পৃথক করিতে হইবে তাহা নিম্নে লিখা গেল; এ বিষয়ে প্রজা মালিক এবং জরিপ কারক প্রত্যেকেরই মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

দাগের পরিচয় ও সীমানা নির্ণয়।

(১) দুই জমার জমি এক লপ্তে থাকিলে,

ঐ অংশটুকু দাবী করিতে পারেন; কারণ কলাবাঁধা মৌজায় যে জমি থাকিবে তাহা তাহারই তৌজি ভুক্ত, অন্যের কোন অধিকার নাই। সুতরাং পূর্ব্বাহ্ণে ক্ষেত্র জরিপের সময় এ বিষয় মনোযোগ প্রদান করিলে আর গোলযোগে পড়িতে হয় না।

উহার সীমানার আইল না থাকিলেও পৃথকভাবে সীমানা নির্দেশ করতঃ দাগ পৃথক করিতে হইবে। যথাঃ—ওসমানের এক কিত্তা জমি আছে; সে তদরুণ মালিককে ২।/০ আনা খাজানা দেয়। কতক দিন পর ঐ জমি কিত্তার লগ্ন মত আর এক কিত্তা জমি হুসেনালীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া মালিক সরকার হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে। এই জমি কিত্তার দরুণ ওসমান ॥৵০ আনা খাজানা দেয়। উভয় জমিই এক মালিকের অধীন বলিয়া সে তাহার জমির সুবিধার জন্য মধ্যস্থিত আইল ভাঙ্গিয়া উভয় কিত্তা জমি এক কিত্তায় পরিণত করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে যদিও আইল দ্বারা সীমানা পৃথক নাই, তথাপি দুই জমার জমি বলিয়া দাগ পৃথক করিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি এক মালিকের অধীন দুই স্বত্ত্ববিশিষ্ট জমি এক লগ্ন মত বা এক চৌহদ্দি মধ্যে দখল করিলে স্বত্ব অনুসারে উহার পৃথক পৃথক দাগ হইবে। যথাঃ—হরির এক পুড়ায় এক কিত্তা জমি আছে, উহার ৮৭০ বার কাঠা জমির জন্য সে ৫৲ টাকা খাজানা দেয় এবং অপর ।০ আনা কাঠা লাখেরাজ সূত্রে দখল করে। এ ক্ষেত্রে যদিও কোন আইল দ্বারা চিহ্নিত না থাকুক, কিম্বা একই মালিকের অধীন হউক, তথাপি ৮০ কাঠার এক দাগ এবং ।০ কাঠার এক দাগ করিতে হইবে।

(৩) দুই মালিকের জমি একই প্রজার দখলে এক লগ্নে থাকিলে উহার দাগ পৃথক হইবে যথাঃ—যদুর দখলে পাশাপাশি ভাবে দুই কিত্তা জমি আছে উহার এক কিত্তা ৮নং তৌজি ভুক্ত জমিদারীর জমি এবং অপর

কিস্তা ৫নং তৌজি ভুক্ত জমিদারীর জমি। এ স্থলে দুই মালিকের জমি এজমালী নয় বলিয়া যদুর দখলীয় দুই কিস্তাতে দুইটি দাগ করিতে হইবে।

(৪) যদি এক ব্যক্তির দখলীয় জমির উপরিস্থ **মালিকী স্বত্ব পৃথক পৃথক** হয়, তবে জমির দাগও স্বত্ব অনুসারে পৃথক হইবে। যথা:—রাজা হরিশ্চন্দ্রের জমিদারী মধ্যে কতক জমি জমিদারী স্বত্ব বিশিষ্ট ও কতক জমি তালুক স্বত্ব বিশিষ্ট। তাহার প্রজা ছাবেদালীর নিকট এক লপ্তে দুই কিস্তা জমি আছে; উহার এক কিস্তা জমিদারী স্বত্বের অধীন ও অপর কিস্তা তালুকের অধীন। এ ক্ষেত্রে মালিক এক জন হইলেও স্বত্ব অনুসারে জমির দাগ পৃথক হইবে।

(৫) এক জোতের একাধিক অংশীদার থাকিলে ও জমি **কাইমী ভাবে বণ্টন** থাকিলে উহার দাগ পৃথক হইবে। কিন্তু কাইমী বণ্টন না হইলে এক দাগ ধরিতে হইবে। যথা:—বেণী ও মাধব দুই ভাইয়ের এক জোত ছিল, উহার খাজানা এজমালীতেই চলিতেছে, দাখিলাও এজমালীতে আছে। অথচ জমি কাইমী ভাবে বণ্টন করতঃ অংশীদার বা ওয়ারিশান ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। এ স্থলে জমির কাইমী বণ্টন থাকায় দুই দাগ হইবে।

(৬) এক স্বত্ব বিশিষ্ট এবং একই ব্যক্তির দখলের জমি **এক দিক উচ্চ ও অপর দিক নীচ** হইলে দুই দাগ করিতে হইবে। যথা:—উমেদআলীর এক মালিকের অধীন ও একই স্বত্ব বিশিষ্ট এক দাখিলার অন্তর্ভুক্ত এক কিস্তা

জমি আছে, উহার উত্তরাংশ উচ্চ ও দক্ষিণাংশ তদপেক্ষা নীচ। এ ক্ষেত্রে এক দাগ না হইয়া দুই দাগ হইবে।

(৭) এক জোতের একাধিক অংশীদার মধ্যে জমি কাইমী বাটোয়ারায় বিভক্ত থাকিয়াও যদি কোন এক কিত্তা জমি এজমালিতে থাকে, তবে এই এজমালী কিত্তার জন্য প্রত্যেকের অংশানুসারে পৃথক দাগ না করিয়া এক দাগ করিতে হইবে। যথা ঃ—রাম, শ্যাম, যদু পরস্পর পৃথক ভাবে সমস্ত জমি পৃথক করিয়া মাত্র এক কিত্তা জমি তিন জনেই এজমালীতে রাখিয়াছে। এ স্থলে তাহাদের পৃথকীকৃত ভিন্ন ভিন্ন জমির পৃথক২ দাগ হইবে; কেবল এই এজমালী কিত্তা এক দাগে থাকিবে।

(৮) এক চৌহদ্দিস্থিত আবাদী ও লায়েক পতিত জমি একই স্বত্ব বিশিষ্ট হইলে ও একই ব্যক্তির দখলে থাকিলে এক দাগে জরিপ হইতে পারে। কিন্তু গয়রলায়েক পতিত বা গয়রলায়েক জঙ্গলা জমি হইলে, লায়েক পতিত বা আবাদী জমির সহিত এক দাগ না হইয়া ভিন্ন দাগ হইবে।

(৯) এক চৌহদ্দিস্থিত এক স্বত্বের অন্তর্গত একখানা দাখিলা পাইয়া যদি এক ব্যক্তি এক খণ্ড জমির মধ্যে তাহার জমির সুবিধার জন্য আইল স্থাপন করতঃ দুই বা ততোঽধিক কিত্তায় পরিণত করিয়া থাকে, তবে সেই কয়েক কিত্তা একত্রে ধরিয়া এক দাগ করিতে হইবে। বিভিন্ন ফসল থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। *

---

* এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, কিত্তা এবং দাগ

(১০) দখলকার গণের মধ্যে কাইমী বণ্টন না থাকিলে থানাবাড়ী অর্থাৎ বশত ভিটি, উঠান, তরকারী বাগান, ফল বাগান, দরজা ইত্যাদি যদি একই দাখিলা ভুক্ত হয়, তবে এক দাগ করিয়া অঙ্কিত হইবে।

(১১) বাড়ীর সংলগ্ন পুষ্করিণী বা খন্দক, তিন শিকলের কম দীর্ঘ হইলে বাড়ীর সহিত এক দাগে জরিপ হইবে। ঐ পুষ্করিণী বা খন্দক তিন শিকল বা তদূর্দ্ধ হইলে বাড়ী হইতে ভিন্ন দাগে অঙ্কিত করিবে। কিন্তু উহার পাড় বাড়ীর সামিল থাকিতে পারে।

(১২) আবাদী বা পতিত জমিতে কোন খন্দক বা পুষ্করিণী থাকিলে তাহা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন চতুষ্পার্শ্বের দাগ হইতে ভিন্ন ভাবে অঙ্কিত হইবে এবং পাড় ও জলাশয় পৃথক ২ দাগ থাকিবে।

(১৩) কোনরূপ গাঙ্গিনা বা নর্দ্দমা দ্বারা যদি সীমানার বেড় থাকে এবং ঐ বেড়ের পরিসর যদি ১৫ কড়ি বা তাহার কম হয়, তবে উহা সীমানার আইলের মত অঙ্কিত হইয়া থাকে, পৃথক দাগ বলিয়া অঙ্কিত হয় না। ১৫ কড়ির অধিক হইলে পৃথক দাগ হইবে। উক্ত সীমানার বেড় যদি

এক জিনিষ নহে। এক বা ততোঽধিক কিত্তা মিলিয়া এক দাগ হইতে পারে। জমির সুবিধার জন্য আইল দ্বারা ক্ষুদ্র ২ অংশে বিভক্ত করিলে উহার এক এক খণ্ডের নাম কিত্তা। উল্লিখিত নিয়মাধীন হইলে এইরূপ এক বা ততোঽধিক কিত্তা এক দাগে জরিপ হইতে পারে।

একই ব্যক্তির দখলীয় বাড়ী ও আবাদী জমির মধ্যবর্ত্তী হয় তবে বাড়ীর সামিলে বেড় অঙ্কিত হইবে।

(১৪) কোন জমির ভোগকারী একাংশ আপন দখলে রাখিয়া অপরাংশ কাহারও নিকট নগদান জম্মায় পত্তন করিলে ঐ জমিতে দুই দাগ হইবে। কিন্তু জোতের অধীন অস্থায়ীভাবে বর্গা পত্তন করিলে উভয় খণ্ডকে এক দাগে অঙ্কিত করিতে হইবে। খানাপুরীর সময় দাগের অংশ উল্লেখে বর্গাদারের দখল লিখিতে হয়। এরূপ স্থলে পৃথক দাগও করা যায়।

(১৫) কোন প্রজা তাহার কোন জমির একাংশ নিজ দখলে রাখিয়া অপরাংশ দখলী বিশিষ্ট বন্ধক সূত্রে অন্য কাহারও নিকট রাখিলে উভয় অংশই এক দাগ বলিয়া অঙ্কিত হইবে। খানাপুরীর সময় অংশ উল্লেখে বন্ধক গ্রহীতার দখল লিখিতে হয়। এরূপ স্থলে দাগ পৃথক করাই সুবিধা।

(১৬) ল্যাণ্ড্ একুইজিশন একট্ বা ভূমি গ্রহণ সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট হইতে রাস্তার জন্য যদি কোন জমি গৃহিত হইয়া থাকে এবং ঐ জমি যদি অন্যায়রূপে কেহ দখল করিয়া বসে, তাহা হইলেও ঐ আইন মত গৃহীত সমস্ত ভূমি রাস্তা বলিয়া অঙ্কিত হইবে; কিন্তু যে স্থানে পূর্ব্বাপর হইতে রাস্তা বা গোপাট চলিয়া আসিতেছে, অথচ ঐ আইন অনুসারে গ্রহণ করা হয় নাই, সেই সমস্ত রাস্তার ভূমি বর্ত্তমান দখল অনুসারে অঙ্কিত হইবে। অর্থাৎ রাস্তার উভয় পার্শ্বের আবাদকারী প্রজা যদি স্থানে স্থানে প্রকৃত রাস্তার কতকাংশ ভগ্ন করতঃ নিজ জমির সামিল করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে

অংশ সামিল হইয়াছে উহা আবাদী ভূমির দাগ সামিল করতঃ বর্ত্তমানে লক্ষিত রাস্তা টুকু আঁকিতে হইবে; রাস্তার কোন চিহ্ন না থাকিলে তাহা অঙ্কিত হইবে না।

(১৭) রাস্তার উভয় পার্শ্বে রাস্তার সামিলে যে জমি থাকে তাহা রাস্তার সঙ্গে এক দাগ হইবে। এই নিয়মে রেলওয়ে লাইন অঙ্কিত হয়।

(১৮) কোন জমির মধ্য দিয়া জল স্রোত বা খাল, রাস্তা, কিম্বা গোপাট থাকিলে,উহার উভয় পার্শ্বের জমি এক স্বত্বাধীন এক জনের দখলে থাকিলেও পৃথক পৃথক দাগ হইবে।

কোন মৌজা একাধিক ট্রাভার্স সিটে থাকিলে কোন দাগই যেন কোন দাগের খণ্ড ভাবে অঙ্কিত না হয়; যথা সম্ভব পূর্ণভাবে দাগগুলি সিটে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সিটে নক্‌সা পৃথক করার সময় এক দাগ জমির অর্দ্ধেক ১নং সিটে ও অর্দ্ধেক ২নং সিটে অঙ্কিত না হইয়া সম্পূর্ণ দাগই এক সিটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক।

জরিপ শুদ্ধ হইয়াছে কিনা, তাহা পরতাল করিয়া কানুনগো বা তদূর্দ্ধ কোন কর্ম্মচারী পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

নক্‌সায় নীল দেওয়া।

ক্ষেত্রের জরিপের সময় পেন্সিল দ্বারা যে নক্‌সা অঙ্কিত হয় উহা শুদ্ধরূপে পরিগণিত হইলে পর, সেই দাগে দাগে নীল দেওয়া হইয়া থাকে।

মৌজা মধ্যে দুই বা ততোঽধিক মালিকের স্বত্ব বিশিষ্ট বিভিন্ন

সীমাবচ্ছিন্ন জমি থাকিলে ঐ সব জমির সীমানা যাহাতে শুদ্ধরূপে নক্সায় অঙ্কিত হয়, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেক মালিক পক্ষের লোক এবং দখলকারী প্রজার জরিপের সময় উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। এই সময় জমির সীমানা শুদ্ধরূপে অঙ্কিত করান যত সহজ, পরে সংশোধন করান তত সহজ নহে।

প্রজার আবাদ বা দখল অনুসারেই ক্ষেত্র জরিপ হইয়া থাকে।

জলাজমি ঃ—

জলে ডুবা কোন জমিতে স্পষ্টরূপে কাহারও কোন দখলের প্রমাণ না হইলে থাক নক্সা দৃষ্টে ঐ জলা জমির দাগ নির্ণিত হইয়া থাকে।

অনেকে ক্ষেত্র জরিপের সময় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া পরবর্ত্তী সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে এরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নহে। সময়ের কার্য্য সময়ে না করিলে পরে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। কোন বিষয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে অগ্রভাগও যে সুদৃঢ় হইয়া থাকে. ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

সেটেলমেণ্ট জরিপের অঙ্গীয় প্রত্যেকটী বিভাগেই বিভিন্নরূপ তদ্বিরের প্রয়োজন। এক সময়ে সমস্ত কার্য্য ঠিকভাবে হইতে পারে না বলিয়াই কার্য্য প্রণালী বিভাগ করা হইয়াছে। যদি অবহেলা বা শিথিলতা প্রযুক্ত একটী বিভাগের কার্য্য স্থগিত থাকিয়া যায়, তবে উহা উদ্ধার করিতে পরবর্ত্তী বিভাগীয় কার্য্যের সময় অনেক খেজালত ভুগিতে হয়। উত্তর বিভাগের তদ্বির

একই সময়ে করিতে গিয়া অধিক ভুল ভ্রান্তিরও সম্ভাবনা। এমন কি গোলেমালে কোন ভুল একেবারেই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কাজেই সময়ের তদ্বির সময়ে করিয়া রাখিতে হয়।

বাউণ্ডারী ডিস্পুট (Boundery Dispute) বা সীমানার বিবাদ।

যদি কোন মৌজার সীমানার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার সীমানা লইয়া তর্ক থাকে, তবে তাহা কিস্তোয়ারের সময়ই জরিপকারককে জানাইয়া উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে জানাইতে হয়।

আপত্যের বিষয় মুখে জানাইলেই চলে। কোনরূপ লিখিত দরখাস্ত দিতে হয় না; কিম্বা কোর্টফি ইত্যাদি কোনরূপ খরচের আবশ্যক করে না।

খানাপুরীর পূর্ব্বেই প্রমাণাদি প্রয়োগে সীমানার বিবাদ মিমাংসা করান আবশ্যক। সীমানা সংক্রান্ত স্বার্থবান পক্ষ মাত্রেই নিজ ২ উপযুক্ত প্রমাণাদি অর্থাৎ প্রমাণোপযোগী দলিল পত্র, মৌখিক সাক্ষী ইত্যাদি সহ বিচারের সময় উপস্থিত থাকিবেন। সেটেলমেন্টের কার্য্যে দখলের প্রমাণই বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে বিচারক ইচ্ছা করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিতে ও নিজে ইচ্ছামত সীমানা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। সুতরাং এবিষয়ে ক্ষেত্র জরিপের সময়ই মালিক পক্ষের বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা আবশ্যক।

সীমানা সংক্রান্ত বিরোধীয় জমি কেস্ ম্যাপে (বিবাদের নক্সায় case map) নির্দ্দিষ্ট রূপে অঙ্কিত হয় এবং সার্ভে

একৃট্ (Survey act) অর্থাৎ জরিপ বিষয়ক আইন অনুসারে এই বিবাদ মিমাংসিত হইয়া থাকে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন (Bengal Tenency act) অনুসারেও বাউণ্ডারী ডিস্পুটের বিচার হইতে পারে বটে, কিন্তু সার্ভে একৃট্ অনুসারেই উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়।

যে কোন রেভিনিউ অফিসার টেনেন্সি একৃট্ (Tenency act) অনুসারে বাউণ্ডারী ডিস্পুটের বিচার করিতে পারেন; কিন্তু সার্ভে একৃট্ (Survey act) অনুসারে বিচার করিতে হইলে এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ সার্ভের (Assistant Superintendant of Survey) ক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

এই বিচারের আপীল এটেষ্টেশন বা তছদিকের পর এক মাস মধ্যে সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০৩ (ক) ধারা মতে দরখাস্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক দরখাস্তে ॥০ আট আনার কোর্টফি লাগিবে। ছাপান ফারম্ পূর্ণ করিয়া দিলেই চলে। এই ফারম্ বিনা ব্যয়ে সেটে-লমেণ্ট ক্যাম্পে পাওয়া যায়। মোক্তার নিযুক্তের কোন আবশ্যক নাই।

ইহার উর্দ্ধে বিচার করাইতে কোন পক্ষের ইচ্ছা থাকিলে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং তদূর্দ্ধে রেভিনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করিতে হইবে। ইহাতে রীতিমত ভাবে খরচ লাগিবে। এ সময় উকিল রাখা আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

খানাপুরী।

জমির সম্পূর্ণ পরিচয় এবং স্বত্বাধিকারীর সম্পূর্ণ স্বত্ব ও দখল লিপিবদ্ধ করার নাম খানাপুরী।

খানাপুরী কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত জিনিবগুলির প্রয়োজন। যথা ঃ—

(১) খতিয়ান। ইহাতে জমির স্বত্ব ও দখলের পরিচয়, দাগের পরিচয়, চৌহদ্দি, জমির পরিমাণ, ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ হয়।

(২) খসড়া। মৌজা মধ্যে যে সমস্ত দাগের নম্বর দেওয়া হয়, ক্রম অনুসারে সেই সমস্ত দাগ নম্বর ইহাতে লিখিয়া দখলকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাড়ীস্থিত গৃহাদির সংখ্যা, জমির ফসলের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় লিখিত হয়।

(৩) গো মহিষাদির ফর্দ্দ। কোন্ প্রজার কতটী গরু, ঘোড়া, ছাগল, মহিষ,—কতখানা লাঙ্গল,—কতখানা নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি আছে, তাহা এই ফর্দ্দে লিখিত হয়। মূল্যবান বৃক্ষের সংখ্যাও লিখা হয়।

(৪) ডিস্পুট লিষ্ট বা বিবাদের ফর্দ্দ। কোন জমি বা স্বত্ব নিয়া যে কোন দুই বা ততোঽধিক ব্যক্তি মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা এই বহিতে লিখা হয় এবং মীমাংসিত হইয়া আদেশ বাহির হয়।

খানাপুরীকারক মৌজা মধ্যে সরেজমিতে যাইয়া উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে দাগের নম্বর দিয়া ক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে শেষ করিয়া থাকে। দাগের নম্বর ১, ২, ৩, ৪, এই ভাবে ক্রমাগত চলিবে। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, **মৌজা** বলিলে রেভিনিউ সার্ভের মৌজা বুঝাইবে।

যদি কোন মৌজার একাধিক 'সিট' প্রস্তুত হয় অর্থাৎ মৌজা বৃহৎ হওয়ায় এক নক্সায় সমুদয় মৌজার জমি জরিপ না হইয়া দুই বা তিনটী নক্সা হয়, তাহা হইলে প্রথম সিটের শেষ নম্বর যে দাগে পড়িয়াছে, পরবর্ত্তী সিটে উক্ত দাগের নিকটবর্ত্তী দাগে তাহার পর হইতে ক্রমিক নম্বর পড়িবে। কোন এক দাগ দুই সিটে বিভক্ত হইয়া পড়িলে, দাগের অধিকাংশ যে সিটে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতেই দাগ নম্বর লিখিয়া খানাপুরী হইবে।

দাগ নম্বর দেওয়া কালে যদি কোন দাগে, ভুলক্রমে নম্বর দেওয়া না হয়, তবে সমুদয় দাগের নম্বর দেওয়া হইলে পর তৎপরবর্ত্তী নম্বর উক্ত দাগে দিয়া সেই দাগের নিকটবর্ত্তী দাগের নম্বরটি ভাজ্য করিয়া নূতন দেওয়া নম্বরকে ভাজক করিতে হয়। এই নম্বরের নাম **বাটানম্বর** এবং ঐ দাগের নাম **বাটাদাগ**।

খানাপুরীর সময় প্রত্যেক স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ মালিক ও প্রজার স্বয়ং বা তাহাদের নিয়োজিত **অভিজ্ঞ লোকের** উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ এই সময় জমির পরিচয় এবং স্বত্বের লিখন আরম্ভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সময় হইতেই যাহাতে ঐ উভয় বিষয় শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

খানাপুরীর সময় প্রধানতঃ এই দুইটী বিষয় লিপিবদ্ধ হয়। যথাঃ—

১। জমির শ্রেণী বা জমির পরিচয় অর্থাৎ বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, আবাদী, পতিত জলা ইত্যাদি।

(ক) বাড়ী হইলে তাহাতে কত খানি ঘর আছে; বাঁশ, বাগান ইত্যাদি আছে কিনা; থাকিলে কি পরিমাণ।

(খ) আবাদী হইলে তাহাতে কি কি ফসল উৎপন্ন হয়। পতিত হইলে তাহার অবস্থা; যথাঃ— লায়েক পতিত, গরলায়েক পতিত, জঙ্গলা পতিত।

(১) যে জমি সার যুক্ত করার জন্য দুই তিন বৎসর পতিত রাখিয়া আবাদ করা যায়, সেই জমির নাম লায়েক পতিত জমি।

(২) যে জমি আবাদের অনুপযুক্ত, অনুর্ব্বরতা বশতঃ পতিত রহিয়াছে, যাহা এ পর্য্যন্ত আবাদ করা যায় নাই, তাহাকে গরলায়েক পতিত জমি কহে।

(৩) যে জমি জঙ্গলাচ্ছাদিত তাহাকে জঙ্গলা পতিত জমি কহে।

২। ভূস্বামী কিম্বা মালিকের স্বত্ত্ব ও দখল।

(ক) দাগের নম্বর। খানাপুরীর সময় জমিতে যে নম্বর দেওয়া হয়, সেই নম্বর উল্লেখ করিয়া ঐ নম্বরের জমি যে ব্যক্তি দখল করে তাহার নাম লিখা হয়।

(খ) খতিয়ানে দখলকারের নাম লিখিবার সময় সেই খতিয়ানভুক্ত জমি, সে যে স্বত্বে ভোগ বা দখল করে সেই স্বত্বের

সংক্ষেপ পরিচয় নামের পূর্ব্বে লিখিয়া তৎপরে তাহার নাম লিখা হয়। স্বত্বের সংক্ষেপ পরিচয় যথা :— জমিদারী, তালুক, লাখেরাজ, দেবত্র, ব্রহ্মত্র, পীরপাল, ইনাম, মুজরাই (চাকরাণ), চক, জোত, কোর্ফা, দর কোর্ফা, চুকানী ইত্যাদি।

(গ) গবর্ণমেণ্ট বা তদধীন কোন ভূস্বামী হইতে প্রথমে যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি বন্দোবস্ত লইয়াছে, স্বত্বের পরিচয়ে তাহারই নাম উল্লেখ করা উচিত। যথা :— তালুক মায়ারাম হাজরা ; লাখেরাজ নীলকমল নিয়োগী ; ব্রহ্মত্র রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ; চক নন্দদুলাল দে ; জোত মহম্মদ আব্দুল আজিজ : কোর্ফা হুসেন আলী সেক ইত্যাদি। **মধ্যস্বত্ব কিম্বা ব্রহ্মত্র লাখেরাজাদি স্বত্বের পরিচয় বিশেষ শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।** নতুবা স্বত্ব সম্বন্ধে গোল বাঁধিবার সম্ভাবনা।

(ঘ) দখলকার মধ্যে দুই বা ততোঽধিক সরিক থাকিলে এবং মালিক সহকারে এক জনের নামজারী থাকিয়া অপর সরিকদের নামজারী না থাকিলেও ঐ জমিতে যে সমস্ত প্রকৃত সরিক, দখলকার থাকে তাহাদের প্রত্যেকের নাম এবং সম্পত্তিতে কাহার কত অংশ তাহা খতিয়ানে লিখা হয়। মালিক সরকারে নামজারী না থাকিলেই যে, সেটেলমেণ্টের কাগজে নাম লিখা হইবে না এমত নহে। এমন কি সরিক নাবালক থাকিলে তাহার নাম লিখিয়া তৎসঙ্গে তাহার গার্ডিয়ান বা অভিভাবকের নাম পর্য্যন্ত লিখা হয়। দৃষ্টান্ত যথা :— রাম, শ্যাম, যদু তিন সহোদর ভ্রাতা ; তন্মধ্যে মালিক সরকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের নামজারী আছে এবং ইহাদের মধ্যে যদু নাবালক।

এস্থলে নামজারীর অনুরোধে প্রকৃত সরিক শ্যাম ও যদুকে বাদ দিয়া কেবল রামের নামে খতিয়ান হইবে না, কিম্বা রামেরই জোত জমায় দখলকার হইবে না। এস্থলে এইরূপ লিখিত হইবে ঃ—

জোত হরেশ্বর—

সং রামচন্দ্র………………… ।/৬॥/৴

শ্যামকিশোর……………… ।/৬॥/৴

যদুনাথ নাবালক পক্ষে

গার্ডিয়ান উক্ত রামচন্দ্র

বা মাতা সুশীলাসুন্দরী…… ।/৬॥/৴

১৷

সরিকদের মধ্যে যাহাদের মালিক সরকারে নামজারী নাই, অথচ অংশ মত জমি দখল করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জমি সম্পূর্ণ পৃথক থাকিলেও তাহারা যাহার নামজারী আছে তাহার অধীনে কোর্ফা বলিয়া সাব্যস্ত হয় না। জোতেরই অংশীদাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। যথা ঃ— উল্লিখিত দৃষ্টান্তে শ্যাম ও যদু পৃথক ভাবে জমি দখল করিয়া রামের কোর্ফা হইবে না, প্রত্যেকে জোতের ।/৬॥/৴ ক্রান্তি অংশের সরিক হইবে।

(৬) দখলকারের নাম লিখিয়া তাহার বিশেষ পরিচয় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে দেওয়া হয়।

(১) দখলকারের নাম।

(২) পিতার নাম।

(৩) কোন সরিক থাকিলে তাহাদের নাম ও পিতার নাম।

(৪) স্ত্রীলোক হইলে পতির নাম ; যথা :—নিস্তারিণী দেব্যা, জওজে দেবনাথ শর্ম্মা।

(৫) সরিকদের মধ্যে কাহার কত অংশ।

(৬) দখলকারের বাসস্থান। যে মৌজায় জমি খানাপুরী হয়, সেই মৌজায় বাড়ী হইলে সাকিন লিখিতে হয় না ; ভিন্ন গ্রামে বাড়ী হইলে গ্রামের নাম লিখিতে হয়।

(৭) থানা। যে থানার অধীন মৌজায় খানাপুরী হয়, সেই থানার অধীন বাড়ী হইলে থানার নাম লিখিতে হয় না ; ভিন্ন থানায় বাড়ী হইলে লিখিতে হয়।

(৮) জিলা। যে জিলার মৌজায় খানাপুরী হয়, সেই জিলায় বাড়ী হইলে জিলার নাম লিখিতে হয় না। ভিন্ন জিলা হইলে লিখিতে হয়।

(চ) উপরিস্থ স্বত্বের পরিচয়, অর্থাৎ যে ভূস্বামীর অধীনে জমি ভোগ বা দখল করা যায়, সেই ভূস্বামীর নাম লিখিতে হয়। ভূস্বামী মধ্যে কোন সরিক থাকিলে সংক্ষেপে তাহাদের প্রত্যেকের নাম এবং সম্পত্তিতে কাহার কত অংশ তাহা লিখা হইয়া থাকে। সঙ্গে২ স্বত্বেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয় ; যথা :—জমিদার, তালুকদার, জোতদার, চকদার ইত্যাদি। কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত মালিক হইলে তাহার তৌজী নম্বর ও পরগণার নাম খতিয়ানের শিরোভাগেই লিখিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক খতিয়ানেরই ক্রমিক নম্বর অনুসারে পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়া থাকে।

এই স্বত্ব লিখন সময়ে মালিক এবং প্রজা উভয়েরই বিশেষ তদ্বির করা একান্ত আবশ্যক। মালিক মধ্যে বহু সরিক থাকিলে প্রত্যেক সরিকের নাম এবং সেই জমি বা মৌজায় যাহার যে অংশ তাহা রীতিমতভাবে লিপিবদ্ধ হইল কিনা, মালিক পক্ষ হইতে সে বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান রাখিবে। যাহাতে কেহ চতুরতাপূর্ব্বক নূতন অংশ বর্ত্তাইতে না পারে, তজ্জন্যই তদ্বিরের প্রয়োজন। তৌজী নম্বরাদি ঠিক মত লিখা হইল কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। তৎপর অধীনস্থ প্রজা যে স্বত্ব লিখাইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক কিনা তৎসম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রজার কর্ত্তব্য যে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহার অধীনে জমি ভোগ করে এবং তাহার দখলীকৃত জমি যে স্বত্বের অধীন তাহা খানাপুরীতে শুদ্ধরূপে খতিয়ানভুক্ত হইল কিনা অনুসন্ধান রাখে। নতুবা ভবিষ্যতে উভয় পক্ষেরই বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয়।

প্রত্যেক খতিয়ানেই উপরিস্থ মালিকের নাম থাকিবে। প্রজা যাহার নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়, সেই-ই তাহার **উপরিস্থ মালিক**। যথা:—কোর্ফা প্রজার উপরিস্থ মালিক জোতদার; জোতদারের মালিক তালুকদার বা জমিদার; তালুকদারের মালিক জমিদার বা গবর্ণমেণ্ট; জমিদারের মালিক গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ ভারত-সম্রাট।

অতএব দেখা যায়, ভারত-সম্রাটই প্রত্যেক মৌজার সর্ব্বপ্রধান মালিক। তাঁহার অধীনে জমিদার বা খারিজা তালুকদার; জমিদার বা তালুকদারের অধীনে দেবত্র, ব্রহ্মত্র, লাখেরাজ, পীরপাল, হাওলাদার, চকদার, জোতদার ইত্যাদি;

ব্রহ্মত্র, লাখেরাজের অধীনে জোতদার; জোতদারের অধীনে কোর্ফা; কোর্ফার অধীনে দরকোর্ফা ইত্যাদি স্বত্বের খতিয়ান হয়। প্রাস্তচুক্তিতে কাহারও নিকট জমি থাকিলে সেই চুক্তিগ্রহীতারও চুক্তকালীনস্বত্বে একটা খতিয়ান হইবে। জমিদার, তালুকদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীন বর্গা-দারেরও খতিয়ান হইতে পারে;—কিন্তু জোতদারের অধীন বর্গাদারের খতিয়ান হইবে না। সুতরাং দেখা যায়, একই জমির জন্য একাধিক খতিয়ান হইয়া থাকে। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল হইলে সেই মহালে গবর্ণমেণ্ট একজন জমিদারের ন্যায় স্বত্ববান; সুতরাং ঐ স্বত্বের খতিয়ানও ভারত-সম্রাটের খতিয়ানের অধীন হইবে।

জমিদার, তালুকদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নামে যে খতিয়ান হয়, খেবাট সেই খতিয়ানের নামান্তর মাত্র। কিন্তু সাধারণ স্বত্বাধিকারীর খতিয়ানকে খেবট কহিবে না।

একই জমির জন্য যখন একাধিক খতিয়ান হইয়া থাকে, তখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় যে, জমি কোন্ খতিয়ানভুক্ত হইবে? মালিকের,—না, তদধীন প্রজার খতিয়ানে?

যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমি দখল করে, অর্থাৎ চাষ আবাদ বা বসতদ্বারা কিম্বা উৎপন্ন জিনিষ ব্যবহার বা ভোগদ্বারা দখল করে সেই জমির দাগ তাহারই নামীয় খতিয়ানে উঠিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া মালিকভাবে দখল করে তাহার খতিয়ানে উঠিবে না।

যদি কোন জমি প্রজার নিকট পত্তন না থাকিয়া মালিকের খাস দখলে থাকে, তবে তাহা মালিকের খতিয়ানভুক্ত হইবে।

যথা :—রাম তাহার জোতের কতক জমি প্রজা পত্তন করিয়া কতক নিজ খামারে রাখিয়াছে ; কিম্বা হরিশ্চন্দ্র তাহার জমিদারীর প্রায় সমস্ত জমিই প্রজা মধ্যে পত্তন করিয়া কতক জমি নিজ খামারে রাখিয়াছে : এ ক্ষেত্রে রাম ও হরিশ্চন্দ্র যে অংশ নিজ২ খামারে রাখিয়াছে, মাত্র তাহাই তাহাদের খতিয়ানে উঠিবে ; অবশিষ্ট জমি প্রজার খতিয়ানে যাইবে।

যে সমস্ত স্থান মালিক কি প্রজা মধ্যে কাহারও কোন ব্যক্তিবিশেষের দখলে নাই, সর্ব্বসাধারণের দখলে থাকে, সেই সমস্ত স্থানের অর্থাৎ সড়ক, রাস্তা, হালট, নদী, খাল ইত্যাদি স্থানের দাগ স্বত্ববান ব্যক্তির খতিয়ানে উঠিবে। এই নিয়মে উহা মালিকের খতিয়ানেই লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রজা যদি নিজে বন্দোবস্তীকৃত জমি মধ্যে নিজের বা সাধারণের ব্যবহার উদ্দেশ্যে সড়ক বা হালট রাখে তাহা সেই প্রজার খতিয়ানেই যাইবে।

এক স্বত্ত্ব ও এক জমার অধীন যে সমস্ত জমি থাকে, তাহা এক খতিয়ানভুক্ত হইবে। কিন্তু যদি ভিন্ন২ স্বত্বের জমি প্রজা মধ্যে এক জমায় বন্দোবস্ত থাকে, তবে তজ্জন্য এক খতিয়ান না হইয়া স্বত্বানুসারে ভিন্ন২ খতিয়ান হইবে। যথা :—নাজির মামুদ চারি দাগ জমির দরুণ জমিদার সরকারে বার্ষিক ১০৲ টাকা খাজানা দিয়া আসিতেছে, ঐ চারি দাগ জমি যদি একই জমিদারীর অধীন হয় তবে নাজির মামুদ নামে ঐ চারি দাগ জমির জন্য একটীমাত্র খতিয়ান হইবে। কিন্তু যদি ঐ চারি দাগ মধ্যে তিন দাগ জমিদারীর অধীন ও এক দাগ উক্ত

মালিকের তালুকের কিম্বা খরিদা ব্রহ্মত্রের অধীন হয় তবে খাজানা একত্রে চলিলেও নাজিরমামুদ নামে তিন দাগের জন্য এক খতিয়ান ও এক দাগের জন্য এক খতিয়ান হইবে।

যদি একাধিক ভূস্বামির অধীন এজমালী জমি কোন এক প্রজার নিকট পত্তন থাকে তবে ঐ প্রজার যতজন মালিক ততখানা খতিয়ান না হইয়া এজমালী জমির জন্য প্রজার এক খতিয়ানই হইবে। মালিকের ঘরে সমস্ত মালিকের নাম ও তাহাদের অংশ লিখা হইবে।

উপরিস্থ মালিক বা নিজের স্বত্বের বিভিন্নতা এবং জমার বিভিন্নতা দৃষ্টে ভিন্ন২ খতিয়ান হয়। যথা ঃ—

(১) হারাধন,—জমিদার হরিশ্চন্দ্রের অধীন এক জোত; জমিদার শিবনাথের অধীন এক জোত; তালুকদার বেচারামের অধীন এক জোত; কাশীনাথের ব্রহ্মত্র মধ্যে এক জোত রাখে। এস্থলে খানাপুরীর সময় হারাধনের নামে উল্লিখিত প্রত্যেকটী জোতের দরুণ এক একটী খতিয়ান হইবে।

(২) করিম খাঁ, জমিদার বিধুভূষণের অধীন তাহার জমিদারী মধ্যে এক জোত;—তাহার নামীয় তালুকের অন্তর্গত এক জোত;—তাহার খারিজা ব্রহ্মত্রের অধীন এক জোত রাখে। এস্থলে একমাত্র বিধুভূষণই করিম খাঁর মালিক হইলেও বিধুভূষণের স্বত্বানুসারে অর্থাৎ জমিদারী, তালুক, ব্রহ্মত্র—এই ত্রিবিধ স্বত্বের অধীন ভিন্ন ভিন্ন জোত থাকায় বিধুভূষণ ও করিম খাঁ উভয়েরই প্রত্যেকের তিনটী করিয়া

খতিয়ান হইবে। বিধুভূষণের তালুক ও ব্রহ্মত্র যদি তাহারই জমিদারীর অন্তর্গত হয়, তবে জমিদারী স্বত্বকে উপরিস্থ স্বত্ব করিয়া তদধীন তালুক ও ব্রহ্মত্রের খতিয়ান হইবে। এইরূপ স্বত্ব বিশিষ্ট স্থলে যাহাতে খতিয়ান পৃথক হয়, তৎপ্রতি মালিক পক্ষের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা স্বত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে।

(ক) জমিদারী বা তালুক বা মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট সম্পত্তি হইতে কতক জমি দেব সেবার জন্য দেবত্র উল্লেখে পৃথক করিয়া দিয়া থাকিলে সেই দেবত্র সম্পত্তির জন্যও পৃথক খতিয়ান হইবে।

(৩) বিশ্বম্ভর জমিদার হরিনাথের অধীন কতক জমি রাখে। তন্মধ্যে ৫ বিঘা জোত, ২ বিঘা লাখেরাজ, ৩ বিঘা মুজরাই (চাকরান), ১ বিঘা ধান্য চুক্তি। এস্থলে সাকুল্য জমিই এক মাত্র জমিদারী স্বত্বের অধীন হইলেও নিজের স্বত্বানুসারে জোত, লাখেরাজ, মুজরাই, (চাকরান), ধান্য-চুক্তি প্রত্যেক স্বত্বের জন্য পৃথক২ খতিয়ান হইবে।

(৪) মিঞাজান,—দয়ারাম তালুকদারের নিকট হইতে তাহার তালুকের অন্তর্গত বার্ষিক ১২৲ টাকা জমায় এক জোত ও বার্ষিক ২৫৲ টাকা জমায় এক জোত বন্দোবস্ত করিয়া নিয়াছে। এস্থলে মালিকীস্বত্বও প্রজা এক হইলেও মিঞাজান নামে দুই জমার দুইটী খতিয়ান হইবে।

(৫) যদি চুনী, মতি, হীরা ও মানিক চারি ভ্রাতা তাহাদের তালুক বা জমিদারী আপোষে কিম্বা উপযুক্ত আদালতযোগে পরস্পর পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের প্রজা

তরিপুল্যার নিকট চারিজনে নিজং অংশের জন্ত চারিখানা কবুলিয়ত লয় ও নিজং অংশানুসারে পৃথকভাবে খাজানা আদায় করে, তবে তরিপুল্যার নামে চারিখানা পৃথকং খতিয়ান হইবে।

(৬) যদি উক্ত চারি ভ্রাতা মধ্যে চুনীর ।০ আনা অংশে পৃথক জমিতে এক প্রজা থাকে এবং অপরাপর তিন ভ্রাতার ৷৷০ আনা অংশের জমি কোন স্থলে একমালী থাকায় তাহাতে অপর এক প্রজা থাকে তবে ঐ চারি ভ্রাতার অধীন ৪টী খতিয়ান না হইয়া ।০ আনার অধীন প্রজার এক খতিয়ান ও ৷৷০ আনার অধীন প্রজার এক খতিয়ান হইবে।

কোন কোন স্থলে এক স্বত্বের অধীন হইলেও ভিন্নং খতিয়ান হয়। যথা ঃ—

(১) যে স্থলে কোন জমির দুই বা ততোঽধিক সরিক থাকে, এবং তন্মধ্যে কোন এক সরিক নিজাংশের জমি প্রজা মধ্যে পত্তন করে,—ও অপর সরিক খাস খামারে রাখে, সেস্থলে মালিক সরকারে এক জমা হইলেও সরিকের অংশানুসারে যে সরিকের মধ্যে প্রজা আছে, তাহার জন্ত পৃথক খতিয়ান হইবে। যথা ঃ—বেণী ও যদু দুই ভ্রাতা—সমান সরিক। তাহাদের নামে মালিক সরকারে মাত্র একটী জমা লিখা যায়। বেণী তাহার ৷৷০ আনা অংশের জমিতে করিমদ্দিকে প্রজা বসাইল, কিন্তু যদু তাহার ৷৷০ আনা অংশ নিজ খামারে রাখিল। এস্থলে এক স্বত্ব উল্লেখে নিজ নিজ অংশের জন্ত বেণী ও যদুর পৃথকং খতিয়ান হইবে।

(২) একাধিক সরিকবিশিষ্ট জোতের সরিকদের সমুদয় জমিতে প্রজা পত্তন করিয়া সরিকগণ এজমালীতে খাজানা আদায় না করতঃ পৃথক পৃথকভাবে আদায় করিলে যে যে অংশের খাজানা পৃথকভাবে আদায় হয় সেই সেই অংশের জন্ত পৃথক খতিয়ান হইবে। যথা :—রাম ও শ্যাম কোন এক জোতের সমান সরিক; উভয়েই তাহাদের প্রজা হাসনালীর নিকট হইতে নিজ নিজ অংশের খাজানা পৃথকভাবে আদায় করে। এস্থলে রাম ও শ্যামের খতিয়ান পৃথক ২ যাইবে এবং উভয়ের নাম পৃথকভাবে মালিক বলিয়া প্রজার খতিয়ানে উঠিবে। কিন্তু এজমালীতে থাকিলে এক খতিয়ান হইবে।

(৩) যে স্থলে একই স্বত্বের অর্থাৎ এক জোতের কিম্বা তালুকের সরিকগণ যে যে অংশের জন্ত মালিক হইতে পৃথক দাখিলা পায়, সেই সেই স্থলে তাহাদের অংশের খতিয়ান পৃথক হইবে। যথা :—রাধা, কৃষ্ণ, হরি তিন ভ্রাতা মধ্যে তাহাদের খাজানা মালিক সরকারে দিয়া রাধা নিজাংশের দরুণ এক দাখিলা এবং কৃষ্ণ ও হরি একত্রে এক দাখিলা পাইয়া আসিতেছে। এস্থলে রাধার নামে এক খতিয়ান এবং কৃষ্ণ ও হরির নামে এজমালীতে এক খতিয়ান হইবে।

উপরোক্ত ১। ২নং অবস্থানুসারে খতিয়ান পৃথক হইলেও তাহাতে মালিকের কোন স্বার্থ নষ্ট হইবে না,—একাধিক খতিয়ান হইলেও জমা খারিজ হইয়া যাইবে না।

(৪) এক জমা ও এক স্বত্বের অধীন জমি ভিন্ন২ মৌজায় থাকিলে প্রত্যেক মৌজার জন্ত পৃথক২ খতিয়ান হইবে।

কোন এক স্বত্বের জমিতে যদি কেহ কোন অংশমত জমি

দখল না করিয়া কেবল নির্দ্দিষ্ট কতক জমি দখল করে এবং যাহাকে কোন অংশের সরিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, তাহার নামে ঐ জোতেরই পৃথক "খণ্ড-খতিয়ান" হইবে। যথা ঃ—করিমদ্দি নামে দশ বিঘার এক জোত আছে, ঐ জোত হইতে করিমদ্দি, সমসেরকে ২/১০ জমি ছাড়িয়া দেওয়ায় সমসের ঐ ২/১০ জমি দখল করে। এস্থলে করিমদ্দির নামীয় জোতের কোন অংশের জন্য সমসের কোন সরিক নহে, কেবলমাত্র করিমদ্দির দেওয়া ২/১০ জমির দখলকার। তজ্জন্য সমসেরের খতিয়ান করিমদ্দির সহিত সরিকভাবে পৃথক না হইয়া খণ্ডভাবে পৃথক হইবে। যথা ঃ—

(১) (ক) জোত করিমদ্দি মূলখণ্ড
দং করিমদ্দি।
(খ) জোত করিমদ্দি খণ্ড সমসের
দং সমসের।

এরূপস্থলে অনেক সময় করিমদ্দি, সমসেরকে এক মালিকের প্রজা না বলিয়া নিজের অধীনস্থ প্রজা বলিয়াও প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জোত করিমদ্দিনের নামে চলিলেও সমসের, খণ্ডভাবে দখলকার থাকিয়া মালিকের প্রজা—করিমদ্দির নহে।

২। কোন স্বত্বের সরিকের মধ্যে পৃথক খতিয়ান হইলে তাহা এইরূপে লিখা হয়। যথা ঃ—

(ক) (১) তালুক রাজেশ্বর লাহিড়ী হিস্যা ॥০ আনা
দং সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী... ...১৲।
(২) তালুক রাজেশ্বর লাহিড়ী হিস্যা ॥০ আনা।
দং প্রসন্নকুমার লাহিড়ী.........১৲।

এস্থলে সুরেন্দ্র লাহিড়ীর ॥০ আনা হিস্যার জন্য এক খতিয়ান ও প্রসন্ন লাহিড়ীর ॥০ আনা হিস্যার জন্য অন্য এক খতিয়ান হইবে।

(খ) (১) জোত কুশী মণ্ডল হিস্যা ॥০ আনা
দং সেহারী মণ্ডল............১৲
(২) জোত কুশী মণ্ডল হিস্যা ॥০ আনা
দং জুনাবালী সরকার......।।০ }
জবানালী মুন্সি.........।।০ }
——
১৲

জলা জমি ঃ—

জলা জমি প্রায়ই থাক নক্‌সা অনুসারে খানাপুরী হইয়া থাকে; কেননা অনেক স্থলে উহার দখলের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যে স্থলে দখলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে, অর্থাৎ মৎস্যাদি ধরার জন্য উহা ব্যক্তি বিশেষের নিকট দলিলাদি দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, করাদি আদায় ও বাচনিক প্রমাণ ইত্যাদি আছে, সেই স্থলে দখলকারীর নামেই খানাপুরী হইয়া থাকে।

যে স্থলে একাধিক সরিক থাকা স্বত্বেও পৃথক খতিয়ান না হইয়া সমস্ত সরিকেরই এক খতিয়ান হয়, অথচ জমি দাগে দাগে সরিকদের মধ্যে কাইমী বণ্টন থাকে, তৎস্থলে যে দাগ যাহার দখলে আছে, সেই দাগের মন্তব্য ঘরে তাহার দখল লিখিয়া রাখিতে হয়। যথা ঃ—সরিতুল্যা, মামুদালী ও উমেদালীর এক খতিয়ান হইয়াছে; কিন্তু তাহারা পরস্পর

জমি কায়েমভাবে বাটোয়ারা করিয়া ভোগ দখল করিতেছে। এরূপ শরিকেরা যে২ দাগ দখল করে সেই সেই দাগের মন্তব্যে "দং শরিকুল্যা",—আমলদারী যে যে দাগ দখল করে তাহার মন্তব্যে "দং আমলদারী",—এবং উমেদারী যে যে দাগ দখল করে তাহার মন্তব্যে "দং উমেদারী" লিখাইতে হয়। এই দখল লিখান যাহাতে ভুল না হয়, তৎপ্রতি প্রকার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

নিম্নলিখিত অবস্থায় দখলকারের জন্য পৃথক২ খতিয়ান হয় না; কেবল দখলী দাগের মন্তব্যে দখলের পরিচয় দেওয়া হয়। যথা :—

(১) খরিদসূত্রে দখল করিয়া মালিক সরকারে বন্দোবস্ত না করিলে, মন্তব্যের ঘরে—**খরিদসূত্রে দখল অমুক** লিখিতে হয়। সাধারণ স্বত্বের জমি খরিদ করিয়া মালিক সরকারে বন্দোবস্ত না করিলে জমিতে খরিদদারের কোন স্বত্ব জন্মে না।

(২) কোন জমি **বন্ধক রাখিয়া দখল** করিলে বন্ধক গ্রহীতার নাম মন্তব্যে লিখিতে হয়। ঐ জমি কি ভাবে কোন্ সন হইতে কোন্ সন পর্য্যন্ত কত বৎসর ম্যাদে বন্ধক, তাহাও খোলাসা লিখিতে হইবে। করজা টাকার সুদের পরিবর্ত্তে কিম্বা দায়শোধী রেহাণ থাকিলেও তাহার সন তারিখ লিখিতে হয়।

(৩) কোন জমি এওয়াজসূত্রে কেহ দখল করিয়া মালিকের সেরেস্তা হইতে নাম খারিজ দাখিল না করাইলে, ঐ

জমিতে যাহার প্রকৃত স্বত্ব তাহারই নামে খতিয়ান হইবে। কেবল মন্তব্যে "এওয়াজসূত্রে দখল অমুক" উল্লেখে দখলকারের নাম লিখিত হয়।

(৪) যদি কেহ কাহারও বাড়ীতে ওয়ালাভাবে বশত বাস করে তবে তাহার দখল মন্তব্যে অনুমতিসূত্রে বা ওয়ালাসূত্রে দখল অমুক লিখিতে হয়।

(৫) যে সমস্ত স্থান কোন ব্যক্তি বিশেষে দখল না করিয়া সর্ব্ব সাধারণের দখলে থাকে, সেই সব স্থলে দখল সাধারণ লিখিত হয়। যথাঃ—সড়ক, রাস্তা, হালট ইত্যাদি।

(৬) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির সড়ক যে মালিকের খতিয়ানভুক্ত হয়, উহার মন্তব্য ঘরে দখল সাধারণ এবং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, বা লোক্যাল বোর্ড কিম্বা মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ইত্যাদি লিখিত হয়।

(৭) কেহ কোন জমি বর্গাসূত্রে দখল করিলে খতিয়ানে ও খসড়ার যথাস্থানে বর্গাসূত্রে দখল অমুক লিখিত হয়। কিন্তু চুক্তিবর্গা থাকিলে আবাদকারীর নামে পৃথক খতিয়ান হইবে।

(ক) জমিদার, তালুকদার, নিষ্করভোগী বা কোন মধ্য স্বত্বাধিকারীর অধীন সাধারণ বর্গা অর্থাৎ যে স্থলে ফসলের অংশ মালিককে দেওয়া হয়, সেই স্থলে বর্গাদার নামে পৃথক খতিয়ান হইতে পারে।

(৮) যে মৌজার খানাপুরী হয়, তাহার চতুঃসীমানা মধ্যে

অন্য মৌজা বা মহালের জমি থাকিলে মন্তব্যে অমুক মৌজার ছিটা জমি বলিয়া লিখিত হয়।

(৯) কেহ কোন জমি দানে প্রাপ্ত হইয়া দখল করিলে, মন্তব্যে দানসূত্রে দখল লিখিত হয়।

(১০) সাধারণ জোতের কোন জমি কাহাকে ভোগোত্তর দেওয়া হইলে, মন্তব্যে ভোগোত্তর অমুক বলিয়া লিখিত হইবে।

জমির শ্রেণী।

সেটেলমেণ্টের কাগজে জমির উর্ব্বরতা শক্তির উপর লক্ষ্য করিয়া আউয়াল, দৈয়ম, ছৈয়ম ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ করা হয় না। কেবল আবাদী, অনাবাদী, নামা (নীচু), কান্দা (উচু), নাল, বাড়ী, পুষ্করিণী, বাগান ইত্যাদি নামাকরণে অবস্থার শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ইহাতে জমি ভাল কি মন্দ তাহার কোন পরিচয় দেওয়া হয় না। সুতরাং ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

(১) আবাদী জমি হইলে তাহাতে কোন্ ঋতুতে কি ফসল উৎপন্ন হয় এবং অনাবাদী হইলে তাহাতে বাঁশ, ছন, বাগান, পানবরজ, পুষ্করিণী, বাড়ী, জঙ্গলা, আছে কিনা তাহা লিখা হয়। ইহাতে দেশের অবস্থা জানা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

জমির চৌহদ্দি।

সেটেলমেণ্টের কাগজে জমির কেবল উত্তর সীমানা লিখা হয়। যে দাগের চৌহদ্দি লিখিবে, সেই দাগের উত্তরে কোন্ দাগ (তাহার নম্বর) এবং উহা কাহার দখলে আছে,

তাহাই লিখিত হয়। এক দাগের উত্তরে দুই তিন দাগ থাকিলে তন্মধ্যে যে দাগ বড় তদ্বারাই চৌহদ্দি নির্দ্দিষ্ট করিবে। এই চৌহদ্দি লিখার সময় প্রজার পক্ষে শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। সড়ক, রাস্তা, হালট, নদী, খাল, ইত্যাদির কোন সীমানা লিখার প্রয়োজন করে না।

দাগ পরীক্ষা :—

কিস্তোয়ার জরিপে যে নক্সা প্রস্তুত হয় উহা সরেজমিনে মিল করতঃ কোন দাগের জমি ভুল লক্ষিত হইলে কিম্বা কোন প্রজা আপত্তি করিলে, খানাপুরী কারক পুনরায় পরিমাপ করিয়া পেন্সিল দ্বারা ভুল সংশোধন করিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জমি দখলকারের খতিয়ানে দাগের নম্বর সহ লিখা হয়। প্রজার মধ্যে যে জমি পত্তন থাকে, সেই জমির দাগ প্রজার খতিয়ানেই লিখিত হয়। কেবল উপরিস্থ মালিকের খতিয়ানে প্রত্যেক প্রজার নাম ও তাহার দখলীয় মোট জমি উল্লেখ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে স্থিত বলে।

গোমহিষাদির তালিকা :—

খানাপুরীর সময় গোমহিষাদির ফর্দ্দ পূরণ করিতে হয়। ইহাতে কোন্ ব্যক্তির কতটা গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, নৌকা লাঙ্গল, আছে তাহাই লিখিত হইয়া থাকে। খোদাই ষাঁড় প্রভৃতি যে সকল পশুর নির্দ্দিষ্ট মালিক নাই তাহাও লিষ্টি ভুক্ত করিতে হয়।

বিবাদ বা ডিস্পুট। (DISPUTE.)

সেটেলমেণ্টের জরিপে দখল অনুসারেই খানপুরী করা হয়

এই দখল দুই প্রকার; (১) জমি চাষ আবাদ বা উৎপন্ন ফসলাদির উপসত্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ দ্বারা দখল এবং (২) উপরিস্থ স্বত্বের দখল অর্থাৎ প্রকৃত দখলকার হইতে খাজানাদি আদায় পূর্ব্বক ভূস্বামীর দখল। শেষোক্ত প্রকার দখল প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে।

যদি কোন জমি বা জোত এক ব্যক্তির দখল বলিয়া প্রকাশ করায় তাহাতে অন্য ব্যক্তি আপত্তিকারী হইয়া নিজের দখল বলিয়া দাবী করে তাহা হইলেই ডিস্পুট বা বিবাদ উপস্থিত হইল।

এইরূপ দুই বা ততোঽধিক পক্ষমধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে খানাপুরীকারক ইয়াদ্দস্ত বা বিবাদের বহিতে পক্ষগণের নাম লিখিয়া তাহাদের দাবী বা বর্ণনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবে। কোন জমি বা জোতের অংশ লইয়া বিবাদ থাকিলে তাহারও বিচার এই সময় হইতে পারে। কিন্তু স্বত্ব সম্বন্ধে বিচার এখন হইবে না।

কোন বিষয়ে আপত্তিকারী হইয়া ডিস্পুট দিবার কারণ হইলে তজ্জন্য দরখাস্ত দিবার প্রয়োজন করে না; খানাপুরী কারকের নিকট মুখে জানাইলেই বিবাদ লিখিয়া রাখিবে।

এই সব লিখিত ডিস্পুটের বিচার, স্থানীয় সাক্ষী প্রমাণাদি ও সরেজমিনের অবস্থা দৃষ্টে উপযুক্ত তদন্ত পূর্ব্বক কানুনগো, সার্কেল অফিসার অথবা এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার করিবেন। বিচারে যাহার দখল সাব্যস্ত হয়, তাহার নামেই খানাপুরী হইয়া থাকে।

এই বিচারে কোন পক্ষ সন্তুষ্ট না হইলে, ইচ্ছা করিলে

সে আপীল করিতে পারে। এই সব আপীল এটেষ্টেশন বা তছদিকের পর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের ১০৩ (ক) ধারা মতে দরখাস্ত করিলে বিচার হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে তছদিকের সময় এটেষ্টেশন অফিসারও ঐ সব আপীলের বিচার করিতে পারেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বুঝারত।

যে সমস্ত জমি যে ভাবে জরিপ হইয়া থানাপুরী হইয়াছে, সেই সমস্ত জমি পুনরায় বুঝ প্রবোধ করিয়া দেওয়াই বুঝারতের কার্য্য।

পর্চ্চাবিলি।

বুঝারত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে পর্চ্চাবিলি করা বুঝারতের একটী কার্য্য।

থানাপুরীর সময় জমির নম্বর খতিয়ানে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু জমির পরিমাণ লিখা হয় না। থানাপুরীর পরে নক্সার দাগ অনুসারে জমির পরিমাণ বা কালি বাহির করতঃ খতিয়ানে লিখা হয়। একর, শতাংশ (ডেসিমেল) অনুসারে ইংরেজী পরিমাণ লিখিয়া তৎপার্শ্বে স্থানীয় প্রচলিত মাপ মত বাঙ্গলা পরিমাণ বা কালিও লিখা হইয়া থাকে। জমির পরিমাণ সহ প্রত্যেক খতিয়ানের অবিকল নকলের নামই পর্চ্চা। এস্থলে

বলা বাহুল্য যে, প্রজাগণের বুঝিবার সুবিধা জন্যই পর্চ্চাতে স্থানীয় মাপ লিখা হয়, নতুবা আবশ্যক করে না। তাহাও আবার ফাইনাল পাবলিকেশনের পর একর শতাংশ ব্যতীত অন্য কোন মাপ দেওয়া হইবে না।

বুঝারত আরম্ভ হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রজা ও ভূম্যধিকারী সকলকেই পর্চ্চা দেওয়া হয়। যাহার নামে যে জমি যে ভাবে লিখা হইয়াছে, পর্চ্চা প্রাপ্তে দাগের সহিত সেই পরিমাপ ঐক্য করিয়া প্রত্যেকে সহজে বুঝিতে পারিবে; যদি কোন ভুল বা গোলযোগ লক্ষিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিয়া বুঝারতের সময় কানুনগো বাবুকে জানাইতে পারিবে,এই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বাহ্নে পর্চ্চাবিলি করা হয়। পর্চ্চা পাওয়া মাত্র, উল্লিখিত জমির পরিমাণ, দাগগুলি ও অন্যান্য বিষয় ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা, নিজ কাগজ পত্র ও সরেজমির অবস্থাদি দৃষ্টে ঘরানা ভাবে প্রত্যেকেরই বুঝিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে বুঝারতের সময় অশুদ্ধ বিষয় অতি সহজে শুদ্ধ করাইয়া লইতে পারা যায়। পূর্ব্ব হইতেই নিজে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে বুঝ প্রবোধ সম্বন্ধে আর কোনই গোলযোগ ঘটে না। পর্চ্চা দৃষ্টে নিজের বুঝ বুঝিয়া লওয়া সম্বন্ধে প্রত্যেক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বুঝারতের কার্য্য সরেজমিনে যাইয়া কিস্তায় কিস্তায় হইয়া থাকে। কানুনগো অথবা তদূর্দ্ধ কোন কর্ম্মচারী দ্বারা এই কার্য্য পরিচালিত হয়।

খানাপুরীর সময় যে নক্সা ও কাগজাদি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা এবং জরিপের উপযোগী জিনিষাদি সহ এক বা দুইজন

খবর পাটোয়ারীও বুঝারত কায়ক অফিসারের সঙ্গে থাকে।

খানাপুরীর ন্যায় উত্তর পশ্চিম কোণ হইতেই বুঝারতের কার্য্য আরম্ভ হয়। কানুনগো বাবু সরেজমিনের অবস্থা এবং খানাপুরীর কাগজাদি দৃষ্টে যদি কোন ভুল দেখিতে পান, কিম্বা কোন প্রজা তাহার পর্চ্চা দৃষ্টে কোন ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে জানায়, তবে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিবেন। খানাপুরীর কার্য্য ঠিকমত হইয়াছে কিনা, প্রজা তাহার জমি রীতিমত ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে কিনা, দাগে দাগে নক্সা শুদ্ধরূপে অঙ্কিত হইয়াছে কিনা, এই সব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়।

সুতরাং এই সময় প্রত্যেক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরই স্বীয় পর্চ্চা এবং দাখিলাদি অন্যান্য দলিলাত সহ উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। কেননা, জমির জরিপ বা খানাপুরীর কোন ভুল থাকিলে তাহা সরেজমিতে আসিয়া বিনা পয়সায় সংশোধন করানের এক মাত্র এই শেষ সুযোগ; ইহার পর আর এই সুযোগ থাকিবে না। এইক্ষণ এইসব সংশোধন করানের জন্য কাহাকেও কোন অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। ইহার পরে কোন আপত্তি উপস্থিত করিলে তাহা অর্থ ব্যয় ব্যতীত সহজে সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক খতিয়ানের স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উপস্থিত দৃষ্টে কানুনগো বাবু খতিয়ানের শীর্ষে লিখিয়া রাখেন।

বুঝারতের সময়, খানাপুরীর কাগজ সংশোধন ব্যতীত মালিক ও প্রজার কথিত মতে খাজানাও খতিয়ানে লিখা হইয়া থাকে। প্রজা বর্ত্তমানে পথকর বাদে যে খাজানা প্রদান করে এবং

মালিক তাহার নিকট যে খাজানা প্রাপ্ত হয়, উভয়ের কথিত মতে খাজানার পরিমাণ লিখা হয়। যদি মালিক ও প্রজা উভয়ের কথিত স্বীকার্য্য খাজানা এক না হইয়া অনৈক্য হয় তবে খাজানার বিবাদ বা রেণ্ট ডিস্পুট (Rent Disput) চলিল, ইহাই বুঝিতে হইবে। বুঝারতের সময় এই রেণ্ট ডিস্পুটের কোন মিমাংসা হইবে না। এটেষ্টেশনের সময় ইহার বিচার হইবে। পথকর বা ছেছ বুঝারতের সময় লিখা হয় না।

যে জমি প্রজার দখলে আছে, অথচ মালিক সরকারে উক্ত প্রজা কোনরূপ বন্দোবস্ত করে নাই, সেই জমির খাজানা লিখার ঘরে " বেবন্দোবস্তী বা বন্দোবস্ত হয় নাই " বলিয়া লিখাইতে হয়।

ব্রহ্মত্র, নাখেরাজ প্রভৃতি নিষ্কর জমির খাজানার ঘরে " নিষ্কর " বলিয়া লিখা হইয়া থাকে।

খাজানাদি কোন বিষয় নিয়া প্রজা ও মালিক মধ্যে যাহাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি প্রজা ও মালিক প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনর্থক সত্য গোপনে কোন ফল নাই, ভবিষ্যতে সমস্তই প্রকাশ পাইবে।

এইরূপে খতিয়ান সংশোধিত হইয়া গেলে ঐ খতিয়ানের সহিত মিল করিয়া পর্চ্চা সংশোধন করার জন্য প্রত্যেক প্রজাই নিজ নিজ পর্চ্চা উপস্থিত করিবে। এই সময় পর্চ্চা সংশোধন না করাইলে, উহা আর সংশোধিত হইবে না; সুতরাং বুঝারতে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহাও প্রজার জানিবার উপায় রহিল না।

খানাপুরীর সময় যেরূপ ডিস্পুট বা বিবাদের বিচার হইয়া

থাকে, এই সময়েও কোন বিবাদ থাকিলে, তাহারও বিচার হয়। কিন্তু খানাপুরীর সময় একবার যে বিচার হইয়া গিয়াছে, বুঝারতের সময় তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বার বিচার বা আপীল হইবে না। আপত্তি থাকিলে বরং এটেষ্টেশনের সময়—বিশেষতঃ ১০৩ (ক) ধারা মতে পশ্চাৎ আপীল করিলে বিচার হইতে পারে।

এক জমা ও স্বত্বের অধীন জমির জন্য যদি দুই বা ততোঽধিক খতিয়ান হয় (খানাপুরী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তবে সেই জমির জমা অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন খতিয়ানে পূর্ণ ভাবে লিখিত হয় না। খাজানা এক খতিয়ানে লিখিয়া অপর সমস্ত খতিয়ানে বরাত দেওয়া হয়। যে খতিয়ানে জমা লিখা হয়, উহার মন্তব্যে "ময় জমা অমুক খতিয়ান বা অমুক মৌজার অমুক খতিয়ান" বলিয়া এবং যে সব খতিয়ানে বরাত থাকে তাহাতে "সামিল জমা অমুক খতিয়ান বা অমুক মৌজার খতিয়ান, মোট জমা এত" বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। সমস্ত খতিয়ানের লিখিত জমির খাজানাই যে এক, ইহাতে তাহাই বুঝা যায়।

যে স্থলে দুই স্বত্বের জমি এক প্রজায় বন্দোবস্ত আনিবার সময় মালিক সরকারে এক কবুলিয়ত দিয়া সাকুল্য জমির জন্য এক জমা ধার্য্যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, সে স্থলে যেমন স্বত্বানুসারে জমির দাগ পৃথক করতঃ বিভিন্ন খতিয়ান হইয়া থাকে, তেমন খাজানা লিখিবার সময়ও প্রজার দেয় জমা, জমির পরিমাণ অনুসারে বিভাগ করতঃ ভিন্ন ২ খতিয়ানে ভিন্ন ২ খাজানা লিখা হয়। দুই স্বত্বের জমির এক খাজানা হইতে পারে না; দুইটী জমা চলিবে।

যে যে অবস্থায় এক জমা ও একস্বত্বের অধীনস্থ জমি একা-

ধিক খতিয়ান ভুক্ত হওয়ায় জমা এক খতিয়ানে লিখিয়া অন্যান্য খতিয়ানের মন্তব্যে **শয়জমা—শামিল জমা** লিখাইতে হয় তাহা নিম্নে দেখান গেল :—

১। এক মৌজায় :—

(ক) এক মৌজায় বিভিন্ন সরিকের জমা এক হইলেও অবস্থা বিশেষে তাহাদের একাধিক খতিয়ান হইতে পারে (খানাপুরী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সে অবস্থায়ও এক খতিয়ানে জমা লিখিয়া অন্যান্য খতিয়ানে ঐ জমার বরাত দেওয়া হয়।

২। বিভিন্ন মৌজায় :—

(ক) এক জমা ও এক স্বত্বের অধীনস্থ জমি দুই বা ততোঽধিক মৌজায় থাকিলে প্রত্যেক মৌজার জন্য এক একটী খতিয়ান হয় (খানাপুরী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহার কোন এক মৌজার খতিয়ানে মোট দেয় খাজানা লিখিয়া অন্য জমায় ঐ খাজানার বরাত দেওয়া হয়। কোন্ মৌজার খতিয়ানে খাজানা লিখিতে হইবে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। তবে যে মৌজার খতিয়ানে জমি বেশী কিম্বা উহাতে দখলকারের বাড়ী থাকে সাধারণতঃ সেই মৌজার খতিয়ানেই খাজানা লিখা হয়।

কোন কোন জমিদারী স্বত্ব হইতে ক্ষুদ্র ২ তালুক, ব্রহ্মত্র, লাখেরাজ ইত্যাদি স্বত্বের এবং খারিজা তালুক হইতে ব্রহ্মত্র, লাখেরাজ ইত্যাদি স্বত্বের সৃষ্টি হইয়া পুরুষানুসারে চলিতে থাকে। কালে ঐ সমস্ত তালুক, ব্রহ্মত্র ইত্যাদি সময়ের চক্রে খরিদ বা অন্য কোন আইন সঙ্গত উপায়ে উহার উপরিস্থ

মালিকের হস্তগত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনেকে উর্দ্ধস্বত্বে বিলীন হওয়ার দরুণ খরিদা অংশের নিম্ন স্বত্বের বিলোপ করিয়া এক উর্দ্ধ স্বত্বের অধীন এক মাত্র খতিয়ান করাইয়া থাকেন।

আরও দেখা যায়, ভূস্বামীগণ অনেক সময় সম্পত্তির কতকাংশ বা কতক জমি দেব সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন; এবং পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই চলিতে থাকে। এই দেবত্র সম্পত্তি স্বীয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া অনবধানতা বশতঃ একই খতিয়ান ভুক্ত করাইয়া থাকেন।

বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ এক খতিয়ান ভুক্ত করাইয়া অধীনস্থ স্বত্বের ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক ভবিষ্যতের যে কতদূর অনিষ্ট সাধন করা হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উল্লিখিত স্থলে ভিন্ন২ স্বত্বানুসারে ভিন্ন২ খতিয়ান করানই সঙ্গত। নিজ সম্পত্তি হইতে বাহির হইয়া পুনরায় খরিদাদি দ্বারা নিজ সম্পত্তি ভুক্ত হইলেও উহার পৃথক খতিয়ান করানই সঙ্গত। কেননা যদি স্বীয় সম্পত্তির ধ্বংস ঘটে, তখন ভিন্ন খতিয়ান ভুক্তে ঐ অধীনস্থ স্বত্ব অর্থাৎ খরিদা তালুক ব্রহ্মত্র, লাখেরাজ এবং দেবত্র সম্পত্তি রক্ষা করিবার অনেক আশা করা যায়। কিন্তু এক স্বত্বের অধীন এক খতিয়ান ভুক্ত হইলে ভবিষ্যতের সেই সূক্ষ্ম আশাটুকু বর্ত্তমানেই অতি সহজে বিলীন হইয়া যায়। পিতা স্বীয় সম্পত্তি হইতে পুত্র বা স্ত্রীকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কতক জমি তালুক করিয়া দিয়াছেন। পিতা অভাবে যখন পুত্র বা স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হইলেন, তখন পুত্র নিজেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক মনে করিয়া তালুক স্বত্ব

নষ্ট করতঃ এক হকিয়তের অধীন করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ভবিষ্যতের রক্ষা কবচটী বর্ত্তমানে সহজেই ছিড়িয়া ফেলা হইল। এস্থলে বিভিন্ন হাকিয়তের অধীন করিয়া ভিন্ন২ খতিয়ান করানই যুক্তিযুক্ত। দেবত্র সম্পত্তিরও পৃথক হাকিয়তে পৃথক খতিয়ান করান উচিত।

অনেকের দুইটী ভিন্ন২ জোতের বিভিন্ন জমা একত্র করতঃ এক জমার অধীন বলিয়া একটী মাত্র খতিয়ান করাইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ কার্য্য ঠিক নহে; পূর্ব্বতম জমার সহিত নূতন বন্দোবস্তী জমা সামিল করতঃ পূর্ব্ব সম্পত্তির স্বত্ব ধ্বংস করা বিধেয় নহে। জমা পৃথক২ করিয়া খতিয়ানও পৃথক ভাবে করান সঙ্গত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এটেষ্টেশন (Attestation) বা তছদিক।

খানাপুরি ও বুঝারত হইয়া যে খতিয়ান প্রস্তুত হয় ঐ খতিয়ানের লিখিত বিষয় পুনরালোচনা করতঃ অধিকারীর স্বত্ব ও শ্রেণীবিভাগ এবং খাজনা সম্বন্ধে আইনানুসারে যথারীতি লিপিবদ্ধ করাই এটেষ্টেশনের প্রধান কার্য্য।

এটেষ্টেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মালিক ও প্রজাকে কোন নির্দ্ধারিত স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্ত গ্রামে নোটীশ জারী করা হয়। নোটীশ জ্ঞাত হইয়া মালিক

কিম্বা তৎপক্ষীয় লোক ও প্রজা মণ্ডলী উপস্থিত হইলে তাহাদের সমক্ষে এটেষ্টেশন অফিসার বা তছদিকের হাকিম কাগজাদির আলোচনা করিয়া থাকেন।

এই সময় প্রজার স্বত্ত্বের শ্রেণী ও খাজনা সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধান পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়। নিম্নে স্বত্বের শ্রেণী ও খাজনা সংক্রান্ত বিষয় দুইটী পৃথক ভাবে আলোচিত হইল।

১। স্বত্বাধিকারী বা দখলকারের স্বত্বের শ্রেণী লিখন।

(Record of Status)

জমির অধিকারী বা দখলকার কোন্ শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ দখলকার,—মালিক, কি মধ্যস্বত্বাধিকারী, কি রায়ত, কি কোর্ফারায়ত, তাহা নির্ণয় করিয়া তৎপরিচয় খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এই শ্রেণী সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা নিম্নে লিখা গেল।

যে সমস্ত জমির রাজস্ব কালেক্টরীতে দেওয়া হয়, কিম্বা যে সমস্ত জমি নিষ্কর; কালেক্টারীর সেরেস্তায় কোন এক নম্বর বা কোন এক নাম দ্বারা ঐ সমস্ত জমির পরিচয় দেওয়া হয়। এই নম্বর বা নামের অধীন জমিকে মহাল (Estate) কহে; যথাঃ- ৮ নং তৌজী; ২৩৭ নং তালুক রাম জীবন রায়; নিষ্কর কৃষ্ণকিশোর শর্ম্মা। এস্থলে ৮নং তৌজির অন্তর্গত সমস্তভূমি,— রামজীবন রায়ের নামীয় ২৩৭নং তালুকের সমস্ত ভূমি;— কৃষ্ণকিশোর শর্ম্মার নামীয় নিষ্করের সমস্ত ভূমি, এক একটী

"মহাল" (Estate) ; এই এক একটী মহালের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী বা আংশিক স্বত্বাধিকারীকে **মালিক** (Propritor) বলে। *

"চিরস্থায়ী" বন্দোবস্তী মহালের কিম্বা 'দায়েমী' বন্দোবস্তী মহালের অধিকারীকেও মালিক বলা হয়। অবস্থাবিশেষে গবর্ণমেণ্ট কিম্বা অপর কোন (Private) ব্যক্তিও মালিক হইতে পারেন। যথাঃ—খাসমহালের মালিক গবর্ণমেণ্ট ; ২৩৭নং তালুকের মালিক রামজীবন রায়।

কোন ব্যক্তি প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় অথবা জমি পত্তন দ্বারা সেই প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করার ক্ষমতা বা অধিকার, মালিক অথবা অন্য কোন মধ্য-স্বত্বাধিকারী হইতে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে **মধ্যস্বত্বাধিকারী** (Tenureholder) প্রজা কহে। এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীও মধ্যস্বত্বাধিকারী নামে লিখিত হয়। †

মধ্যস্বত্বাধীকারী প্রজা, মালিক অথবা অপর কোন মধ্য স্বত্বাধিকারী হইতে ঐরূপ অধিকার পাইয়া থাকে।

যদি কাহারও একজোতের মধ্যে ১০০ একশত বিঘা বা ৩৩'০৫ একরের অধিক জমি থাকে তবে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকা পর্য্যন্ত তাহাকেও মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি নিজে কিম্বা লোক দ্বারা জমি আবাদ করার উদ্দেশ্যে মালিক অথবা মধ্য স্বত্বাধিকারী হইতে জমি বন্দোবস্ত

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ৩ ধারার ১।২ উপধারা দ্রষ্টব্য

† ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ৫ ধারার ১ উপধারা দ্রষ্টব্য।

লইয়া থাকে, তাহাকে রায়ত (Raiyat) কহে। রায়তের উত্তরাধিকারীকেও রায়ত বলে। *

রায়ত হইতে যে ব্যক্তি জমি বন্দোবস্ত নেয়, তাহাকে কোর্ফা রায়ত (under Raiyat) কহে।

প্রজা স্বত্বের শ্রেণী নির্ণয় করিতে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হয়। † যথা ঃ—

(১) যে দলিল দ্বারা প্রজার স্বত্ব লাভ হইয়াছে, কিম্বা তৎপূর্ব্বের যে কোন দলিলে এই স্বত্বের পরিচয় বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা। যথা—পাট্টা।

(২) যে উদ্দেশ্যে জমি পত্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ জমিতে প্রজা পত্তন জন্য (মধ্যস্বত্ব) কিম্বা নিজের চাষ আবাদ জন্য (রায়তি স্বত্ব) পত্তন হইয়াছে।

(৩) দলিল না পাইলে স্থানীয় রীতি অনুসারে। এই প্রথা দ্বারা কোন কোন স্থানে "জোত" শব্দে মধ্যস্বত্ব এবং কোন কোন স্থলে "জোত" বলিলে সাধারণ কর্ষা বা রায়তি স্বত্ব বুঝায়। কিন্তু উল্লিখিত মতে কোন প্রজার ১০০ বিঘার ঊর্দ্ধে জমি এক জমায় থাকিলে উহা কর্ষা বা রায়তি স্বত্ববিশিষ্ট হইলেও তাহাকে মধ্যস্বত্ব বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

প্রজাস্বত্বের শ্রেণী নির্ণয়ে উল্লিখিত কোনরূপ প্রমাণাদি না পাইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা ঃ—

---

* ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৫ ধারার ২ উপধারা দ্রষ্টব্য।

† ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৫ ধারার ৪ উপধারা দ্রষ্টব্য।

(১) দখলকার কৃষিজীবী কি না?

(২) দখলকার পরিজন সহ সেই জমিতে বসত বাস করে কি না?

তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে দখলকার, প্রজা পত্তন করার উদ্দেশ্যে জমি পত্তন লয় নাই। নিজে চাষ আবাদ করার জন্যই আনিয়াছে। এই স্বত্বকে "রায়তি স্বত্ব" বলে; এতদ্ব্যতীত অন্য স্বত্বকে "মধ্যস্বত্ব" মনে করিতে হইবে।

মধ্যস্বত্ব।

মধ্যস্বত্ব তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ—

১। **চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব** অর্থাৎ যে মধ্যস্বত্বের খাজানা বা নিরিখ কোন কালেই কম বা বেশী হয় না। মালিকের বিনানুমতিতেই এরূপ স্বত্ব হস্তান্তরের যোগ্য এবং ওয়ারিশান ক্রমে উহা চলিতে থাকে। মধ্যস্বত্ব মধ্যে এই স্বত্বই শ্রেষ্ঠ; কারণ এই স্বত্বে স্বত্ববান হইলে মালিক কোন দিনই তাহার খাজানা বা নিরিখ বৃদ্ধি করিতে পারেন না; চিরকাল এক নিরিখে ও এক জমায় থাকিবে।

এই স্বত্বে স্বত্ববান ব্যক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত হইলে তাহার স্থায়ীত্ব বা মোকররীত্ব সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত রূপ প্রমাণ দর্শাইতে পারেন। তদ্দারাই তাহার স্থায়ী মধ্য স্বত্ব প্রমাণিত হইবে। * যথা ঃ—

(ক) স্থানীয় প্রথা।

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ৬ ধারা দ্রষ্টব্য।

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এ পর্য্যন্ত খাজানা বা নিরিখ বৃদ্ধি হয় নাই, এইরূপ প্রমাণ। ক্রমান্বয়ে বিশ বৎসরের দাখিলাদি দলিল দ্বারা যদি দেখান যায় যে, ঐ বিশ বৎসর এক জমা ও এক নিরিখ চলিয়া আসিতেছে তবে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া হাকিম মনে করিয়া নিবেন। কিন্তু মালিক পক্ষ হইতে যদি ইহার বিপরীত প্রমাণ হয় অর্থাৎ বিশ বৎসরের মধ্যেও তাহার খাজানা বা নিরিখ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে প্রজার অন্যান্য সুযোগ থাকা স্বত্বেও তাহার মধ্য স্বত্বের স্থায়ীত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে ও খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

(গ) কোন পাট্টা ইত্যাদি দলিল পত্র যাহাতে জমা বা নিরিখ স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

২। মধ্যস্বত্ব বর্ত্তমানে খাজানা বৃদ্ধির যোগ্য।

ইহাই মধ্যম শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব। এই স্বত্বও মালিকের বিনানু-মতিতে হস্তান্তর করা যায় ও ওয়ারিশান ক্রমে চলিতে থাকে। কোন পাট্টা কবুলিয়ত দ্বারা এই স্বত্বের সৃষ্টি হইয়া থাকিলে উহার ম্যাদ মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি হইবে না বটে, কিন্তু ম্যাদ অন্তে মালিক ইচ্ছা করিলে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন। এই স্বত্বে নিরিখ চিরকাল স্থির থাকিবে; মোট খাজানার কম বেশী হইবে। যদি কোন দলিল বা আদালতের আদেশ মত খাজানা একবার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে ১৫ বৎসর অতীত না হইলে বৃদ্ধি হইবে না। ১৫ বৎসর পর বৃদ্ধি হইতে পারে; কি পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই; উহা আদালতের

বিবেচনাধীন। খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে জমির উৎকর্ষতাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া থাকেন। *

৩। যে মধ্যস্বত্ব কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ম্যাদিভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট খাজানায় দেওয়া হয়। ম্যাদ অন্তে এই স্বত্বের খাজানা অনায়াসেই বৃদ্ধি হইতে পারে। এমন কি, ম্যাদ অন্তে উচ্ছেদ করা সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর করে। ইহাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব। খাজানা টাকায় ৵০ আনা অপেক্ষা অধিক হারেও বৃদ্ধি হইতে পারে। মধ্য স্বত্বাধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি, রায়তের খাজানা বৃদ্ধি অপেক্ষাও সহজ।

তচ্ছদিকের সময় এইরূপ ভাবে স্বত্বের শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্য স্বত্বাধিকারিগণের এই সময় যাহাতে স্বত্বের কোন গোলযোগ না ঘটে তৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত এবং দলিল পত্রাদিসহ হাজির থাকিয়া স্বত্ব ঠিক করান কর্ত্তব্য। নতুবা বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হইবে।

উল্লিখিত সকল অবস্থার মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীনস্থ প্রজাই "রায়ত" বলিয়া পরিগণিত হইবে। রায়তকে উচ্ছেদ করা অতীব কঠিন ব্যাপার ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ।

রায়তিস্বত্ব।

রায়তি স্বত্বের চারিটী অবস্থা। যথা :—

১। জমা মোকররী। অর্থাৎ—

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ৭ ধারা ও ৯ ধারা দ্রষ্টব্য।

(ক) খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি না হইয়া চিরকাল একই খাজনা থাকে।

(খ) খাজনার নিরিখ বৃদ্ধি না হইয়া চিরকাল একই নিরিখে থাকে।

এই উভয় অবস্থাতেই জমা মোকররী বুঝায়। মোকররী জমার রায়ত তাহার স্বত্ব মালিকের বিনানুমতিতে হস্তান্তর করিতে পারে,—ওয়ারিশান ক্রমে একই স্বত্বে স্বত্ববান হয়, এবং স্থায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারীর ন্যায় সেও একজন স্থায়ী প্রজামধ্যে পরিগণিত হয়। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সর্ত্তগুলি, কিম্বা মালিকের সহিত তাহার যে সকল চুক্তিথাকে, তাহা ভঙ্গ না করিলে এই শ্রেণীর রায়তকে উচ্ছেদ করা যায় না। *

কোন ভূম্যধিকারী কোন প্রজার মোকররী স্বত্ব অস্বীকার করিলে, প্রজাকে তাহা প্রমাণ করাইয়া নিতে হইবে। মালিক প্রদত্ত কোন দলিল থাকিলে তাহা এবং দলিল না থাকিলে বর্ত্তমানে তাহার যে খাজনা বা নিরিখ বন্দোবস্ত আছে, তাহাই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও ছিল, তাহা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিতে হইবে। এঁস্থলে দাখিলা পথকরের রিটার্ণ, বা পাট্টা প্রভৃতি দলিল দ্বারা গত বিশ বৎসর যে, এক জমা ও এক নিরিখ মত খাজনা দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখাইতে পারিলে জমা মোকররী সাব্যস্ত হইবে এবং প্রমাণের ভার মালিকের উপর ন্যস্ত হইবে। মালিক যদি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারেন যে, বিশ বৎসরের মধ্যেই

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১৮ ধারা দ্রষ্টব্য।

তাহাদের খাজানা বা খাজানার নিরিখ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলে আর প্রজার প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে না।

২। **স্থিতিবান রায়ত।** যদি কোন প্রজা কোন গ্রামে একক্রমে বার বৎসরের ঊর্দ্ধকাল কোন জমি দখল করিয়া থাকে, তবে তাহাকে সেই গ্রামের 'স্থিতিবান' প্রজা কহে। যদি কোন গ্রামে এক ব্যক্তি কোন জমিতে স্থিতিবান সাব্যস্ত হয়, তবে ঐ গ্রামের অন্য জমি বার বৎসরের কম সময় দখল করিয়া থাকিলেও সেই জমিতে তাহাকে "স্থিতিবান" বলিবে। * মালিক ইচ্ছা করিলে আদালত যোগে বিশেষ প্রমাণাদি প্রয়োগে প্রতি ৫ বৎসরে একবার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু এই বৃদ্ধি টাকায় ৵০ দুই আনার অধিক হইতে পারিবে না। †

৩। **দখলিস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত।** যদি কোন ব্যক্তি কোন স্থিতিবান প্রজার জমি খরিদসূত্রে দখল করে, কিন্তু তাহার নিজের দখলের সময় ১২বার বৎসরের কম থাকে, এরূপ স্থলে তাহাকে 'দখলিস্বত্ত্ববিশিষ্ট' বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার নিজের দখল ১২ বার বৎসর পূর্ণ হইলে সে নিজেই স্থিতিবান প্রজা হইবে। ‡ স্থিতিবান প্রজার ন্যায় ইহারও খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে। ভূমির উৎকর্ষতা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি,—খাজানার আইন সঙ্গত এবং মালিকের সহিত নির্দ্দিষ্ট কোন সর্ত্ত ভগ্ন

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ২০ ধারা দ্রষ্টব্য।

† ১৮৮৫ সনের ৮আইনের ২৯ ধারা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৩ ধারা দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া খাজানার হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং উচ্ছেদ করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়। *

৪। **দখলিস্বত্বশূন্য রায়ত।** যদি কোন নূতন রায়ত মালিক বা মধ্যস্বত্বাধিকারী হইতে রায়তি স্বত্বে জমি বন্দোবস্ত গ্রহণে ১২ বৎসরের কম সময় দখল করিয়া থাকে তবে তাহাকে "দখলিস্বত্বশূন্য" রায়ত বলিবে। দখলিস্বত্ব-শূন্য রায়ত কোন্ সন হইতে দখল করে, তছদিকের সময় খতিয়ানে তাহারও উল্লেখ থাকে। দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা এই রায়তের স্বত্ব কম। এই স্বত্বে রায়তের খাজনা ১৫ পনর বৎসর মধ্যে ২।৩ বারও বৃদ্ধি হইতে পারে এবং সেই বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট হার নির্দ্ধারিত নাই।

উল্লিখিত সর্ব্ববিধ রায়তের অধীনস্থ প্রজাকেই "কোর্ফা প্রজা" বলে। রায়ত ইচ্ছা করিলে উচ্ছেদের নালিশ করিয়া কোর্ফারায়তকে উচ্ছেদ করিতে পারে।

তছদিকের সময়, প্রত্যেক মালিক ও প্রজার কথিতস্বত্ব সম্বন্ধে সত্যতা নিরূপিত হইয়া খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হয়। সুতরাং মালিক বা প্রজা উভয়বিধ লোকেরই নিজ নিজ দাবীর পোষকতা করিতে, তদনুযায়ী দলিল পত্র অর্থাৎ চেকমুরি, জমাবন্দি, জমাওয়াশিল, হস্তবুধ, রেজেষ্ট্রীকৃত কবুলিয়ত,—প্রজাপক্ষে দাখিলা, পাট্টা, সনন্দ ইত্যাদি এবং বাচনিক প্রমাণ থাকিলে তদুপযোগী ব্যক্তিগণ সহ ক্যাম্পে উপস্থিত থাকিতে

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ২৫ ধারা দ্রষ্টব্য

হয়। কোন তর্ক উপস্থিত হইলে যেন উহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রমাণাদির জন্য হাকিম সময় দেন না।

স্বত্বের নিরূপণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যক। নিজের দখলীয় জমিটুকু নিজ নামে খতিয়ানভুক্ত হইলেই যথেষ্ট হইল, এরূপ ধারনায় তদ্বির সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকা কাহারও পক্ষে উচিত নহে; কেননা স্বত্বের গোলযোগে ভবিষ্যতে অনেক গোলে পড়িতে হইবে।

কোন এক রায়ত যদি শ্রেষ্ঠ মধ্যস্বত্ব বলিয়া নিজের স্বত্ব রেকর্ড করায়, তবে তাহার একদিকে যেমন একটু লাভ হয়, অপর দিকে তেমনই ক্ষতি হইয়া থাকে। কেননা, শ্রেষ্ঠ মধ্যস্বত্ব হইলে তাহার খাজানা বা নিরিখ বৃদ্ধি হইবেনা সত্য, কিন্তু তাহার অধীনস্থ রায়ত, যে ব্যক্তি কোর্ফাস্বত্বে স্বত্ববান ছিল ও যাহাকে আইন অনুসারে উচ্ছেদ করা যাইত, সেই কোর্ফা প্রজা এখন রায়ত শ্রেণীভুক্ত হইবে। এখন তাহাকে উচ্ছেদ করা কিম্বা তাহার খাজনা বৃদ্ধি করা সহজ নহে। তারপর যদি সেই প্রকৃত রায়তের অদৃষ্টে মধ্যম বা নিকৃষ্ট মধ্যস্বত্বের কোনটী ঘটিয়া যায়, তবে তাহার আর দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নাই। তদপেক্ষা রায়ত শতগুণে ভাল। পক্ষান্তরে, যদি কোন শ্রেষ্ঠ মধ্যস্বত্বাধিকারী, নিজকে রায়ত বলিয়া রেকর্ড করায় তাহা হইলে একদিকে অধীনস্থ কোর্ফা প্রজা উচ্ছেদের সুবিধা যেমন হয়, অপরদিকে নিজের দেয় খাজানা বা নিরিখ কম বেশী হইবার অসুবিধায় পড়িতে হয়। কাজেই যাহার যে স্বত্ব, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই যাহাতে রেকর্ড হয়,—অযথা গোলে পড়িয়া কাহারও কোন স্বার্থ নষ্ট না হয় তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২। খাজানার লিখন। (Record of Rent)

যে খাজানা বর্ত্তমানে আদায় হইতেছে, তাহাই বুঝারতে ও এটেষ্টেশনে খাজনা বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। মৌখিক কোন খাজনা ধরা থাকিলে এবং উহা আদায় না হইলে, লিখা হয় না। কিন্তু মালিক ও প্রজা উভয়ের সম্মতি মতে স্থিরীকৃত খাজানাও বর্ত্তমান খাজানা বলিয়া লিখা যায়।

পূর্ব্বেই লিখা হইয়াছে যে, বুঝারতের সময় মালিক ও প্রজার কথিত মত খাজানা খতিয়ানে লিখা হয়। যদি খাজানা লইয়া মালিক ও প্রজামধ্যে কোন বিবাদ না থাকে, তবে এই সময় এটেষ্টেশন অফিসার নিজহস্তে ঐ খাজানার সংখ্যা পুনরায় লিখিয়া দস্তখত করেন এবং উহাই অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত খাজানা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। *

যে স্থলে মালিক ও প্রজার কথিত খাজানা ঐক্য না হইয়া খাজানার বিবাদ বা রেণ্টডিস্পুট লিখা হইয়াছে, সেস্থলে দলিল প্রমাণাদি দ্বারা যাহা দেয় খাজানা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, এটেষ্টেশন অফিসার তাহাই লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু জমির অবস্থা বা পরিমাণ দৃষ্টে এটেষ্টেশনের সময় খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়া লিখা হয় না।

খাজানা লিখন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি জানা একান্ত আবশ্যক। যথা:—

(১) একজমা ও এক স্বত্বের অধীন বিভিন্ন খতিয়ান হইলে সমুদয় খতিয়ানে জমা

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ ক (১ক) ধারা দ্রষ্টব্য।

পৃথক ভাবে না লিখিয়া এক খতিয়ানেই মোট জমা লিখা হয় (বুঝারত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(২) কোন ভূম্যধিকারী দুই স্বত্বের অধীন জমি এক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া পত্তন করিলে দুই স্বত্বাধীন জমির দুইখানি খতিয়ান হইবে; জমাও ঐ দুই খতিয়ানে বিভক্ত করিয়া লিখিতে হইবে। এরূপ স্থলে এক কবুলিয়ত থাকিলেও জমা এক খতিয়ানে লিখা যাইবে না। যথা :—

(ক) রামের একটী খারিজা তালুক ও কতক ব্রহ্মত্র আছে। তাহার প্রজা রহিমদ্দির নিকট ঐ তালুকের কতক ও ঐ ব্রহ্মত্রের কতক জমি পত্তন করিয়া একটী জমা ধার্য্য করতঃ একখানা কবুলিয়ত লওয়া হইয়াছে। এ স্থলে রহিমদ্দির নামে এক জমার অনুরোধে রামের অধীন এক খতিয়ান না হইয়া তালুক ও ব্রহ্মত্রের জন্য পৃথক ২ দুইটী খতিয়ান হইবে এবং কবুলিয়তের জমা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই খতিয়ানে লিখিতে হইবে, বরাত দিলে চলিবে না।

(খ) যদুর নামে কালেক্টরীতে ২৩৯ নং ও ২৩৭ নং দুইটী তালুক আছে। ঐ উভয় তালুকের জমি কছিমদ্দির নিকট পত্তন করিয়া এক জমা ধার্য্য করিয়াছে। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় খতিয়ান পৃথক হইয়া জমা পৃথক পৃথক লিখাইতে হইবে।

(৩) যদি কোন খতিয়ানের জমি একাধিক মালিকের অধীন এজমালী হয়, এবং বুঝারতের সময় মালিকের অংশ মত খাজানা পৃথক ২ না লিখিয়া জোতের মোট জমা একত্র লিখা হয়, তবে

এটেষ্টেশনের সময় প্রত্যেক মালিকের অংশের খাজানা পৃথক ভাবে লিখা হইয়া থাকে।

এটেষ্টেশনের সময় রায়তি জোতের ছেছ্ বা পথকর টাকায় ৵৬ ছয় পাই হিসাবে লিখা হয়। মধ্যস্বত্ব বা নিষ্কর স্বত্বের কোন পথকর এটেষ্টেশনে লিখা হয় না। উহা কালেক্টর সাহেব পথকরাদির ভ্যালুয়েশন (valuation) দ্বারা ধার্য্য করিয়া থাকেন।

যদি কাহারও খাজানা এক টাকার কম হয়, তবে কত আনায় কত পথকর ধার্য্য হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

খাজানা	...	পথকর
১ আনা	...	০ পাই।
২ ,, ৩ ,,	...	১ পাই
৪ ,, ৫ ,, ৬ ,,	...	২ পাই।
৭ ,, ৮ ,, ৯ ,,	...	৩ পাই
১০ ,, ১১ ,,	...	৪ পাই
১২ ,, ১৩ ,, ১৪ ,,	...	৫ পাই
১৫ ,,	...	৬ পাই

"কর্ষা বা চাষী" প্রজা ব্যতীত এই সময় অন্য কাহারও পথকর লিখা হয় না।

নিম্ন লিখিত অবস্থা খাজানার মন্তব্যে বিবৃত করা হয় যথাঃ—

(১) একাধিক খতিয়ানে জমা এক থাকিলে কিম্বা এক জমা একাধিক খতিয়ানে বিভক্ত হইলে।

(২) জমিদার কিম্বা খারিজা তালুকদার অর্থাৎ যাহারা কালেক্টরীতে রাজস্ব দিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কোন সরিক থাকিলে এবং ঐ সরিকদের জমা কালেক্টরীতে পৃথক ২ হিসাবে না থাকিয়া এক হিসাবে থাকিলে তাহা মন্তব্যে লিখিত হয়। ঐ রূপ পৃথক ২ হিসাবে থাকিলেও মন্তব্যে তাহার পরিচয় দিতে হয়।

যে ভাবে জমির খাজানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ কবুলিয়ত, খাজানার ডিক্রি, কিম্বা অন্য কোন দলিল দ্বারা খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকিলে, তাহা এটেষ্টেশনের সময় লিপিবদ্ধ হয়। কবুলিয়ত থাকিলে তাহার সন তারিখ,—রেজেষ্ট্রীযুক্ত হইলে রেজেষ্ট্রীর সন তারিখ এবং ডিক্রি থাকিলে আদালতের নাম, ডিক্রির সন তারিখ ও নম্বর লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন জমা ধার্য্যের কাগজের উল্লেখ করা হয় না।

মালিকের খাসদখলে জমি থাকিলে তাহা মালিকের নিজ খতিয়ানেই লিখা হয়। অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন প্রকারে লিখিবার নিয়ম আছে। যথা ঃ—

(১) মালিক যে জমি প্রজার নিকট পত্তন করে নাই, কিম্বা প্রজায় ছাড়িয়া দেওয়ায় মালিকের খাসদখলে আসিয়াছে, সে সমস্ত জমি মালিকের খতিয়ানে সাধারণ নিয়মে লিখিত হয়।

(২) যদি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের ১২০ ধারা * মতে কোন মালিক নিজের খামারে জমি রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ খামার (Private) জমির জন্য মালিকের পৃথক খতিয়ান হইবে।

---

* ১৮৮৫ সালের ৮আইনে ১২০ ধারা ঃ—

১। রাজস্ব কর্ম্মচারী মালিকের নিজ জোত (Private land) সম্বন্ধে এইরূপ লিখিবেন ঃ—

(ক) এই আইন পাশ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত ১২ বৎসর যাবৎ মালিক নিজে, তাহার চাকর দ্বারা, অথবা পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া অন্য লোক দ্বারা খামার, জিরাত, নিজজোত, সির, অথবা কামত স্বরূপ যে জমি চাষ করিয়াছে, তাহা ; এবং

(খ) চাষ করা যে জমি গ্রাম্য প্রথানুসারে মালিকের খামার, জিরাত, নিজজোত, সির, অথবা কামত স্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছে।

২। অন্য কোন জমি মালিকের নিজজোত বলিয়া লেখা উচিত কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজস্ব কর্ম্মচারী স্থানীয় প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং উক্ত জমি ১৮৮৩ খৃঃ ২ রা মার্চ্চের পূর্ব্বে বিশেষরূপে মালিকের নিজজোত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে কিনা ও অন্যান্য দেয় সাক্ষীর প্রতিও দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু যতক্ষণ এই সকলের বিপরীত প্রমাণ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত জমি নিজ জোত বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। যদি কোন মালিক কোন দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়তি জোত খরিদ বা অন্য কোন আইন সঙ্গত উপায়ে নিজের খাস-দখলে আনেন এবং ঐ মালিকই উহাতে ষোল আনা স্বত্ববান থাকেন তবে ঐ জোতের জমি মালিকের সাধারণ মালিকী খতিয়ানে উঠিবে।

৪। যদি একাধিক সরিকের অধীন এজমালী জমির দখলিস্বত্ব রায়তি জোত সরিকদের সকলে অংশমত খরিদ না করিয়া কোন অংশের মালিক, ষোল আনা জোত খরিদ করে, তবে ঐ জমি মালিকের সাধারণ মালিকী খতিয়ানে উঠিবে না ; উহার জন্য প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের ২০ (২) ধারা * মতে

---

(১) [(২ক) কোন আপোষ, চুক্তিপত্র, অথবা বিবাদ কিম্বা প্রতারণা দ্বারা ডিক্রিপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন কোন কিছু প্রমাণ দেওয়া স্বত্বেও রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন জমি মালিকের নিজজোত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যদি ১ অথবা ২ উপধারা অনুযায়ী প্রমাণের মধ্যে উত্তমরূপে নিজজোত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে উক্ত কর্ম্মচারী তাহা গ্রহণ করিতে পারেন ; নতুবা নয়।]

৩। যদি কোন দেওয়ানী আদালতে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে উক্ত জমি মালিকের নিজ জোত কিনা তাহা হইলে আদালত রাজস্ব কর্ম্মচারীদের পরিচালনার জন্য এই ধারাতে যে সকল নিয়ম বিধান করা গেল তাহা গ্রহণ করিবেন।

* বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২০ ধারা :—

(২) যে ব্যক্তি যে গ্রাম মধ্যে ক্রমে ১২ বৎসর এক জমি

খরিদদার মালিকের নামে পৃথক খতিয়ান হইবে এবং উপরিস্থ স্বত্বের ঘরে সমস্ত মালিকের নাম লিখিয়া যাহার যত পাওনা খাজানা তাহা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সেই সেই মালিকের নামে লিখা হইয়া থাকে। যদি এই জমি দখলে থাকে তবে জমির দাগ এই খতিয়ানে উঠিবে; কাহারও নিকট পত্তন থাকিলে তাহার নামে ঐ খতিয়ানের অধীন জোত উল্লেখে পৃথক খতিয়ান করিতে হইবে এবং তাহার উপস্বত্ব বা খাজানা, খরিদদার একাই পাইবে।

নিষ্কর স্বত্ব সম্বন্ধে এটেষ্টেশনে খাজানার স্থলে "নিষ্কর" বলিয়া লিখা থাকে এবং আবশ্যক মতে খাজানার মন্তব্যে কি কারণে নিষ্কর তাহাও উল্লেখ করা হয়। যথা:—ভোগোত্তর হইলে তাহা নিষ্কর বলিয়া মন্তব্যে "ভোগোত্তর"; মুজরাই হইলে খাজানার মন্তব্যে " মুজরাই বা চাকরান " ইত্যাদি লিখাইতে হয়।

কোন কোন স্থলে নিষ্কর স্বত্ব দেওয়া না হইলেও খাজানা আদান প্রদান থাকে না। সে সকল স্থানে আইন সঙ্গত কারণে নিষ্কর না হইলে খাজানার ঘরে "নিষ্কর" না লিখিয়া "খাজানার যোগ্য, আদান প্রদান নাই" বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

খানাপুরী ও বুঝারতের সময় যে সমস্ত ডিস্পুটের বিচার হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপিল করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় এটেষ্টেশন অফিসারের নিকট করা যায়। দখল ও

দখল না করিয়া ঐ ১২ বৎসর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জমি দখল করিয়াছে, সেও এই ধারা অনুসারে সেই গ্রামের স্থিতিবান রায়ত।

খাজানা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই ইনি পুনর্ব্বিচার ও মিমাংসা করিতে পারেন। এটেষ্টেশন অফিসারের বিচারেও সন্তুষ্ট না হইলে ইহার পর একমাস মধ্যে ১০৩ (ক) ধারা মতে সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট আপত্য উত্থাপন করা যাইতে পারে। তছদিকের বিচারে কোনরূপ খরচের প্রয়োজন করে না। তছদিকের সময় নূতন আপত্তি দিয়াও তছদিকের হাকিম দ্বারা বিচার করান যাইতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ড্রাপ্ট পাবলিকেশন (Draft Publication) বা পাণ্ডুলিপি প্রচার।

এটেষ্টেশন বা তছদিকের পর প্রত্যেক মৌজারই ড্রাপ্ট পাবলিকেশন অর্থাৎ যে রেকর্ড প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পাণ্ডুলিপি প্রচার হইয়া থাকে। *

যে মৌজার এটেষ্টেশন শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই মৌজার খতিয়ানাদি সমস্ত কাগজাত সেই মৌজায় গিয়া প্রত্যেক খতিয়ানের অধিকারী বা স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুনান হয়। এই কার্য্য কোন রেভিনিউ অফিসারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

---

* ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৩ ক ধারায় ১ উপধারা দ্রষ্টব্য।

হইয়া থাকে। প্রত্যেক মৌজার জন্য এক একটী তারিখ ধার্য্য হইয়া নোটীশ হইলে সেই ধার্য্য তারিখে সর্ব্ব সমক্ষে এই কার্য্য করার নিয়ম।

পাণ্ডুলিপি পাঠ করার সময় যদি তাহাতে কোনরূপ ভুল লক্ষিত হয় এবং সেই ভুল সম্বন্ধে পক্ষগণের নিরাপত্তিজনক হয়, তবে তাহার একটী লিষ্ট প্রস্তুত করতঃ এটেষ্টেশন অফিসার কিম্বা অন্য কোন রেভিনিউ আফিসারের দস্তখতযুক্তে ঐ ভুল সংশোধন করা হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১০৩ (ক) ধারামতে আপত্তি।

ড্রাপ্ট পাবলিকেশনে প্রচারিত রেকর্ডের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে পাবলিকেশনের পর ৩০ দিনের মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের ১০৩ (ক) ধারা * মতে ॥০ আনা কোর্টফি সংযুক্ত দরখাস্ত দ্বারা আপত্তি দিতে হয়।

১০৩ (ক) ধারা মতে আপত্তি করার জন্য দরখাস্তের

---

* প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৩ (ক) ধারা ঃ—

(১) স্বত্বলিখন কাগজাদি প্রস্তুতের পর নির্দ্ধারিত সময়ে নিয়মানুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারী উহার পাণ্ডুলিপি প্রচার করিবেন এবং লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কিম্বা কোন বিষয় পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ করতঃ বিচার করিবেন।

ফারম এবং পক্ষ ও সাক্ষীগণের প্রতি নোটিশ দেওয়ার ফারম বিনামূল্যে সেটেলমেণ্ট কেম্পেই পাওয়া যায়। ঐ ফারম নিজে কিম্বা অপর যে কোন ব্যক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া দিলেই চলে।

এক একটী খতিয়ানের জন্য এক একটী দরখাস্ত দিতে হয়। তবে এক হুকুমে যদি একাধিক খতিয়ানের আপত্তি ভঞ্জন হয়, তবে এক দরখাস্তে ঐরূপ একাধিক খতিয়ান সমন্ধেও আপত্তি করা যাইতে পারে।

যে দিন মোকদ্দমার তারিখ ধার্য্য হইবে সেই দিন বাদী বিবাদীকে সাক্ষী ও দলিলাত সহ উপস্থিত থাকিতে হয়। এজা-হার বা সাক্ষী যদিও কাগজে লিখা না হউক, তথাপি স্থুল বিষয় গুলি হুকুমের মধ্যে ব্যক্ত থাকে।

নির্দ্দিষ্ট ৩০ ত্রিশ দিন মধ্যে যদি কোন পক্ষ ১০৩ (ক) ধারা মতে কোন আপত্তি উত্থাপন না করে তবে ম্যাদ অন্তে আর ঐ আপত্তি শুনা যায় না। তবে সেটেলমেণ্ট অফিসার ইচ্ছা করিলে উক্ত ধারার দরখাস্ত লওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। সুতরাং যাহাতে ম্যাদ মধ্যে আপত্তি দেওয়া যাইতে পারে তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে যে কোন রেভি-নিউ অফিসার ১০৩ (ক) ধারা মতে আপত্তির বিচার করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফি-সার অর্থাৎ রেভেনিউ ক্ষমতা প্রাপ্ত ও সার্ভে একট অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারই ১০৩ (ক) ধারার বিচার করিয়া থাকেন।

এই ১০৩ (ক) ধারার বিচারও বর্ত্তমান দখল অনুসারে সরাসরি ভাব হইয়া থাকে। এই সময় কোন স্বত্বের বিচার হয় না।

এটেষ্টেশন পর্য্যন্ত যত রকম বিচার হইয়াছে তাহার আপীল ১০৩ (ক) ধারা মতে হইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৬ ধারার মোকদ্দমায় কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমায় উহার মিমাংসা বা বিচার হইয়া থাকে।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফাইনাল যাঁচ (Final janch)

১০৩ (ক) ধারার বিচারের পর প্রস্তুত করা কাগজাত পরীক্ষা করতঃ রীতিমত দুরস্ত করাকে ফাইনাল যাঁচ কহে।

এই সময় মালিক বা প্রজা পক্ষ হইতে কোন তদ্বিরের প্রয়োজন করে না। তবে যাঁচ করার সময় কোন ভুল বা সন্দেহজনক বিষয় কাগজে দেখা গেলে তাহা সংশোধন জন্য আবশ্যক বোধ করিলে সেটেলমেণ্ট পক্ষ হইতেই নোটীশ দিয়া পক্ষগণকে উপস্থিত করান হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

ফাইনাল রেকর্ড প্রস্তুত।

নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রণালী মতে অর্থাৎ ফাইনাল খাঁচ করিয়া যে কাগজ পত্র প্রস্তুত হয়, উহাই ফাইনাল রেকর্ড বা চুড়ান্ত কাগজ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ফাইনাল পাবলিকেশন (Final Publication)

পাণ্ডুলিপি প্রচারের ন্যায় এই চূড়ান্ত কাগজ বা ফাইনাল রেকর্ড কোন রেভেনিউ অফিসারের তত্ত্বাবধানে মৌজায় মৌজায় পুনরায় পাঠ করিয়া জানান হয়। উহার নাম ফাইনাল পাবলিকেশন। *

পাবলিকেশনের পরই, "ফাইনাল রেকর্ড বা চুড়ান্ত কাগজ যথারীতি প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছে," এই মর্ম্মে কোন রেভেনিউ অফিসার, বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কিম্বা তদভাবে জিলার কালেক্টার সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের নির্দ্ধারিত নিয়মে সার্টিফিকেট দস্তখত করিয়া

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৩ ক (৩) ধারা

থাকেন * । এই সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ১০৫ ও ১০৬ ধারা মতে আপত্তির ম্যাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

১০৪ ধারা মতে জমা ধার্য্য।

যদি কোন বেবন্দোবস্তী মহাল বা প্রজার জমা বন্দোবস্ত করিতে হয়, তবে বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ববিষয়ক আইনের ১০৪ ধারা † মতে উপযুক্ত কোর্টফিযুক্ত দরখাস্তে আপত্তি করিলে কোন রেভিনিউ অফিসার বা উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারী আইনানুসারে উহার জমা ধার্য্য করিয়া দেন এবং ১০৪ ঙ (১) ধারা ‡ মতে উহারও পাণ্ডুলিপি প্রচার করেন। ইহার

---

* ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৩ খ (১) ধারা দ্রষ্টব্য।

† ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ ধারা ঃ—

যে কোন স্থলে খাজানা বা রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়া থাকে কিম্বা বন্দোবস্ত করিতে হইবে, সেই স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী ১০৩ ক (১) ধারা অনুসারে পাণ্ডুলিপি প্রচারের পর তিনি জমা ধার্য্য করিয়া থাকেন।

‡ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ (ঙ) ধারা ঃ—

(১) কোন স্থানে, মহাল, মধ্যস্বত্ব, গ্রাম বা তাহার অংশের জমাবন্দি কাগজ প্রস্তুত হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী নির্দ্ধারিত সময়ে এবং নিয়মানুসারে উহার পাণ্ডুলিপি প্রচার করিবেন এবং প্রচারের সময় কোন লিখিত বিষয় কিম্বা পরিত্যক্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে ঐ আপত্তি গ্রহণ করতঃ বিচার করিবেন এবং লোকেল

বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ১০৪ ঙ (২) ধারা * মতে নিষ্পত্তি হইয়া তদনুসারে খাজানা সম্বন্ধে ফাইনাল রেকর্ড প্রস্তুত হয়।

এই ধার্য্য খাজানা সম্বন্ধে কোন আপীল করিতে হইলে ৬০ দিন মধ্যে কোন উর্দ্ধতন অফিসারের নিকট ১০৪ (ছ) ধারা † মতে দরখাস্ত করিতে হয়। ইহার পর দুই বৎসর মধ্যে তদূর্দ্ধে রেভিনিউবোর্ডে আপীল করা যায়।

গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন তদনুসারে তিনি সেই সব আপত্তির মিমাংসা করিবেন।

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ (ঙ) ধারা :—

(২) মঞ্জুরকারী কর্ম্মচারীর নিকট ১০৪ (চ) ধারা মতে মঞ্জুরের জন্য জামাবন্দির কাগজ দাখিল করার পূর্ব্বে, রাজস্ব কর্ম্মচারী নিজ ইচ্ছামত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের আপত্তি মত দরখাস্ত গ্রহণে রাজস্ব সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে পারেন।

† ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ (ছ) ধারা :—

(১) কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী চূড়ান্ত কাগজের পাণ্ডুলিপি প্রচারের পূর্ব্বে ১০৪ খ (৩) ধারা অথবা ১০৪ (ঙ) ধারা মতে যে সকল আপত্তির বিচার করিয়াছেন, সেই বিচারের বিরুদ্ধে কাহারও আপীল করিতে হইলে নিষ্পত্তির তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে আপীল করিতে হয়। লোকাল গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে উর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট আপীল হইবে।

(২) চূড়ান্ত কাগজ প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই বৎসর মধ্যে যে কোন সময় রেভিনিউবোর্ডে দরখাস্ত

১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (ছ) পর্য্যন্ত ধারা মতে যে জমার কাগজ প্রস্তুত হইবে তাহারও আবার ১০৩ ক (৩) ধারা মতে ফাইনাল পাবলিকেশন হইবে।

জমা সম্বন্ধে যে ফাইনাল রেকর্ড প্রস্তুত হয়, তাহার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট দস্তখত হওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাস মধ্যে সিভিলকোর্ট বা দেওয়ানী আদালতও করিতে পারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেটেলমেণ্টের খরচ আদায়

(Recovery of Costs)

ফাইনাল রেকর্ড ও নক্সা বিতরণ।

ফাইনাল পাবলিকেশনের পরই সেটেলমেণ্টের খরচ আদায় হয়। কি পরিমাণ খরচ আদায় হইবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। জমাজমির পরিমাণ এবং স্থিতের মাত্রানুসারে কর্ত্তৃপক্ষ খরচের মাত্রা ঠিক করিয়া দেন। মালিক, প্রজা, সকলকেই এই খরচ বহন করিতে হয়।

করিলে অথবা বোর্ডে ইচ্ছা করিলে ১০৪ (জ) ধারা অনুসারে কোন সিভিল কোর্টের নিষ্পত্তির হুকুম রদের সম্ভাবনা না থাকিলে স্বত্বের লিখন বা ইহার কোন অংশের পুনরালোচনা (পরিবর্ত্তন বা সংশোধন) করিতে পারেন।

যাহার নামে যে স্বত্বের বাবদ যত খরচ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তাহা আদায়ের জন্য নোটিশ দেওয়া হয় ও নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে উহা দিতে হয়।

খরচ দাখিলের দিন, খরচ দাতাকে তাহার নিজ দখলীয় জমি যে যে মৌজায় আছে, সেই সেই মৌজার নক্‌সা ও সহি মোহরযুক্ত চূড়ান্ত কাগজ দেওয়া হয়। এই কাগজ বা নক্‌সার জন্য কোন পৃথক খরচ দিতে হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারা মতে বিচার।

১০৫ ধারা।

প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা কমাইবার আবশ্যক হইলে ফাইনাল পাবলিকেশনের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৫ ধারা * মতে উপযুক্ত কোর্টফি দ্বারা দরখাস্ত

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৫ ধারা:—

(১) যে স্থলে জমা বন্দোবস্ত হয় না কিম্বা হইবে না, সেই স্থলে ভূস্বামী কিম্বা প্রজা ১০৩ ক (২) ধারা অনুসারে স্বত্ব লিখনের চূড়ান্ত কাগজ প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে দুই মাস মধ্যে জমা ধার্য্যের জন্য দরখাস্ত করিলে, রাজস্বকর্ম্মচারী প্রজার দখলীয় জমি সম্বন্ধে আইন অনুসারে সঙ্গত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন।

দিতে হয়। কিন্তু নূতন জমা বন্দোবস্তের জন্য এই ধারা মতে দরখাস্ত দিলে কার্য্যকরী হইবে না।

তছদিকের সময় যে খাজানা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কোন চুক্তিপত্র বা আপোষ নামায়,—যে কোন উপায়ে হউক, মালিক ও প্রজা উভয়েই সেই লিখিত খাজানায় সম্মত থাকিলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ খাজানাই আইন সঙ্গত ন্যায্য খাজানা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি উহাতে কোন পক্ষের সম্মতি বুঝা না যায়, তবে ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত দিলে আইন সঙ্গত ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিয়া দেন। *

যে স্থলে খাজানার গোলযোগ থাকে, সে স্থলে রাজস্ব কর্ম্মচারী নিজে বিবেচনাপূর্ব্বক কোন একজমা ধার্য্যের প্রস্তাব করেন। পক্ষগণ যদি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করে অর্থাৎ রাজস্বকর্ম্মচারীর কথিত জমাই যদি প্রজা ভূম্যধিকারী উভয়েই স্বীকার্য্য জমা বলিয়া স্বীকার করে, তবে ঐ খাজানাই আইন সঙ্গত ন্যায্য খাজানা বলিয়া লিখিত হয়। †

নিম্নলিখিত ইস্যুসমন্বিত বিষয়গুলির যে কোন বিষয়ে দরখাস্ত দিলে ১০৫ ধারার হাকিম বিচার করিয়া থাকেন ও ১০৫ ধারা মতে আইন সঙ্গত ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিয়া দেন। ‡

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৫ (৬) ধারা দ্রষ্টব্য।

† ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৫ (৫) ধারা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৫ (ক) ধারা দ্রষ্টব্য।

(১) দখলীয় ভূমি খাজানার যোগ্য কি না? ভূম্যধিকারী যদি কোন প্রকৃত নিষ্কর জমির খাজানা ধরিয়া থাকেন, তবে নিষ্কর সাব্যস্ত পূর্ব্বক সেই অন্যায় খাজানা মাপ পাওয়ার জন্য।

(২) স্বত্বের লিখন কাগজে যে ভূমি নিষ্কর বলিয়া লিখা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা নিষ্কর না হইলে, উহার খাজানা ধার্য্য করিতে।

(৩) বিরোধীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ আছে কিনা? তৎবিষয় নির্ণয় করিতে।

(৪) এক মহালের কোন জমি ভুলক্রমে অন্য মহালের সামিল হইয়া থাকিলে, কিম্বা কোন মহালের কোন জমি ভুল-ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে, তৎসংশোধন জন্য।

(৫) স্বত্বের লিখন কাগজে কোন প্রজাকে যে শ্রেণীর প্রজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে সে সেই শ্রেণীর প্রজা কিনা? যদি না হয়, তবে তন্নিরূপণে।

(৬) দখলীয় ভূমিতে প্রজাস্বত্বের কোন বিশেষ সর্ত্ত লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকিলে কিম্বা ভুল লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তৎসংশোধন জন্য।

১০৫ ধারার হাকিম, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথায় অর্থব্যয় করাই সার হইবে।

(১) প্রজা মধ্যে যে জমি বন্দোবস্ত আছে, এবং সেটেল-

মেণ্টের জরিপে তাহার দখলে যে জমি পাওয়া যায়, এদদুভয়ের তুলনায় বন্দোবস্তী জমি অপেক্ষা প্রজার দখলে অনেক বেশী জমি থাকিলে ঐ ইজাফা জমির খাজানার জন্য মালিক পক্ষ; এবং কম হইলে, ঐ কম জমির খাজানা মাপ পাইতে প্রজা পক্ষ আপত্তি করিতে পারে।

(২) পার্শ্ববর্ত্তী মৌজায় যে নিরিখ, প্রচলিত আছে, তদপেক্ষা কম নিরিথ থাকিলে, উহা বৃদ্ধির জন্য মালিক এবং বেশী হইলে উহা কমের জন্য প্রজা আপত্তি করিতে পারে।

(৩) গত ১৫ বৎসর মধ্যে প্রজার খাজানা বৃদ্ধি না করিয়া থাকিলে, আইন সঙ্গত বৃদ্ধির জন্য মালিক এবং ১৫ বৎসর মধ্যে আইনের মাত্রা অতিক্রম পূর্ব্বক বে-আইনী খাজানা বৃদ্ধি করিয়া থাকিলে তাহা মাপ পাওয়ার জন্য প্রজা আপত্তি করিতে পারে।

(৪) প্রজার দোষে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস না হইয়া প্রকৃতির পর্য্যায়ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় উহার উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া থাকিলে এবং তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণাদি থাকিলে ঐ জমির খাজানা কম পাইতে প্রজাগণ আপত্তি করিতে পারে।

(৫) মালিক নিজ চেষ্টায় ভূমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিয়া যদি ঐ কার্য্যের বিবরণ কালেক্টরীতে রেজেষ্টরী করাইয়া থাকেন। * কিম্বা নদীর পলি পড়িয়া বা জলস্রোতের গতি পরিবর্ত্তনে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইলে, ঐ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি জন্য মালিক আপত্তিকারী হইতে পারেন।

* ১৮৮৫ সলের ৮ আইনের ৮০ ধারা দ্রষ্টব্য।

(৬) যে সমস্ত জমির খাজানা ধার্য্য না থাকায় তছদিকের হাকিম "খাজানার যোগ্য" বলিয়া রেকর্ড করিয়াছেন, সেই ভূমির খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে ভূম্যধিকারী দরখাস্ত দিতে পারেন।

সেটেলমেণ্ট আদালতের ১০৫ ধারার বিচার দেওয়ানী আদালতের নিয়ম প্রণালী মতই হইয়া থাকে। ১০৫ ধারা মতে যে খাজানা ধার্য্য হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, আপীলে রদ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাই বলবৎ থাকিয়া যায়। সুতরাং এই সময় সেটেলমেণ্টের কার্য্য প্রণালী জানা ও প্রজাস্বত্ব আইনে বিশেষ অভিজ্ঞ ভাল মোক্তার রাখিয়া তদ্বির করান আবশ্যক।

১০৫ ধারার মোকদ্দমা রুজু হইলে পর নির্দ্ধারিত তারিখে বিবাদী পক্ষ অনুপস্থিত থাকিয়া কেবল বাদী পক্ষ উপস্থিত থাকিলে "এক তরফা" ভাবেও মোকদ্দমা নিস্পত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে উভয় পক্ষের মোকাবিলা নিস্পত্তি হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

১০৬ ধারা।

১০৫ ধারার বিচারের পর সেটেলমেণ্ট সংক্রান্ত যে কোন বিষয় বা স্বত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে, ফাইনাল পাবলিকেশনের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৬ ধারা * মতে উপযুক্ত কোর্টফি দ্বারা দরখাস্ত দিতে হয়।

---

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৬ ধারা ঃ—

(১) এই অধ্যায়ের (১০ম অধ্যায়—স্বত্বের লিখন ও

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির প্রতি সামঞ্জস্য রাখিয়া দরখাস্ত দিলে ১০৬ ধারা মতে উহার বিচার হইয়া থাকে। যথা :—

(১) স্বত্বের লিখন কাগজে রাজস্ব কর্ম্মচারী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন বিবাদ বা আপত্তি থাকিলে,—

(২) উক্ত কাগজ হইতে রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন বিষয় পরিত্যাগ করিলে তৎসম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে,—

(৩) প্রজা ও ভূম্যধিকারী মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে,—

(৪) এক বা পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন মহালের মালিকগণ মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে,—

খাজানা বন্দোবস্ত) যাবতীয় প্রসিডিং সম্বন্ধে এই আইনের ১০৩ ক (২) ধারা মতে স্বত্ব লিখনের চূড়ান্ত কাগজ প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে রেকর্ডে রাজস্ব কর্ম্মচারী লিখিত বিষয় কিম্বা কোন পরিত্যক্ত বিষয় সম্বন্ধে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ষ্টাম্পযুক্ত দরখাস্ত দাখিল করিয়া রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট মোকদ্দমা রুজু করিতে হয়। প্রজা মালিকের মধ্যে কিম্বা এক বা বিভিন্ন মহালের ভূম্যধিকারী মধ্যে, বা প্রজায় প্রজায়, অথবা প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ স্থাপন বিষয়ে, কিম্বা নিষ্করের যথার্থতা নিরূপণ কার্য্যে, অথবা অন্য যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিবাদের মোকদ্দমা রুজু হইতে পারে এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা শ্রবণ করিয়া বিচার করিতে পারেন।

(৫) প্রজায় প্রজায় কোন বিবাদ হইলে,—

(৬) নিষ্কর ভূমির সত্যতা নিরূপণে,—

(৭) প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে,—

দেওয়ানী আদালতে স্বত্বের মোকদ্দমা রুজু করিতে যে পরিমাণ খরচের আবশ্যক, সেটেলমেণ্ট আদালতে ১০৬ ধারায় মোকদ্দমা দায়ের করিতেও সেই পরিমাণ খরচ লাগিয়া থাকে। তবে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা সেটেলমেণ্ট আদালতে মোকদ্দমা সত্বর নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

১০৬ ধারা মতে দরখাস্ত দিলে প্রার্থিত বিষয় মিমাংসা অন্তে তদনুসারে মাত্র খতিয়ান সংশোধন করা হয়, পক্ষকে আদেশানুযায়ী কোন দখল দিয়া দেওয়া হয় না। দখল পাওয়ার জন্য পুনরায় দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দিতে হয়।

১০৬ ধারার দরখাস্তগুলি, সেটেলমেণ্ট অফিসার ইচ্ছা করিলে, বিচারার্থ দেওয়ানী আদালতেও পাঠাইতে পারেন। সচরাচর যে সমস্ত মোকদ্দমায় আইনের কূট তর্ক থাকার সম্ভাবনা ও যাহাতে দখল পাওয়ার প্রার্থনা থাকে, তাহাই দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত হয়।

যে বিষয় নিয়া একবার ১০৬ ধারার বিচার হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আর সিভিল সুট বা দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিবে না।

নিষ্কর স্বত্ব।

কেহ যদি কোন ভূমি লাখেরাজ স্বত্বে দাবী করে এবং মালিক পক্ষ হইতে উহা অস্বীকার করেন, তবে তদ্বিষয়ে ১০৬ ধারা মতে বিচার হইয়া স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে।

লাখেরাজ স্বত্ব দাবী করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি প্রমাণ করিতে পারিলে লাখেরাজ স্বত্ব স্থির থাকিতে পারে ঃ—

(১) লাখেরাজ সম্বন্ধে মালিক বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কোন সনন্দ. বা পাট্টা, কিম্বা হুকুম নামা থাকিলে।

(২) যদি সনন্দ না থাকে, তবে—

যে মৌজায় লাখেরাজ ভূমি আছে, সেই মৌজায় দাবী-কারকের অন্য কোন খাজানার জমি না থাকিলে,—

(৩) দাবীকৃত ভূমি বিনা খাজানায় ১২ বৎসর ভোগ করিলে, কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ বৎসর ভোগ করিয়া থাকিলে,—

(৪) মালিক, লাখেরাজটুকু বাদ দিয়া সেই মৌজাস্থিত খাজানার জমির বাবদ তাহার নামে বাকী করের নালিশ করিলে,—

(৫) অন্য কোন ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে গিয়া জমির চৌহদ্দিতে সেই ব্যক্তির লাখেরাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকিলে,—

(৬) মালিক, পথকরের রিটার্ণে লাখেরাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকিলে,—

(৭) পার্শ্ববর্ত্তী প্রজামণ্ডলী যদি ঐ স্থান লাখেরাজ বলিয়া জানে,—

(৮) যে স্থানে স্থানীয় প্রথানুসারে মালিকের অনভি-প্রায়ে প্রজা কোন বৃক্ষাদি ছেদন করিতে কিম্বা পাকা ইমা-

বৃত্তাদি দিতে পারে না, সেই স্থলে যদি দাবীকৃত ভূমিতে ঐরূপ কোন কার্য্য করিলে কোন বিবাদ উপস্থিত না হয় ;—

কোন ভূমি লাখেরাজ সূত্রে দাবী করিলে কেবল স্বত্বের প্রমাণ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে ; রীতিমত দখলের প্রমাণ আবশ্যক। সেটেলমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে দখল দেখিয়া থাকে।

নদী সিকস্থি পয়স্থি চরের স্বত্ব।

নদী গর্ভস্থিত পয়স্থি চর লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে এবং উহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে গিয়া ১০৬ ধারা মতে দরখাস্ত করিলে নিম্নলিখিত উপায়ে স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া থাকে। যথা :—

১। রীতিমত আবাদ হইলে,—

(ক) ঐ চর আবাদের যোগ্য হইলে, আবাদকারী প্রজা যে মৌজার মালিককে খাজানা প্রদান করে, উহা সেই মৌজার দখল বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

২। আবাদ না হইলে,— *

(ক) নদী গর্ভস্থিত কোন নূতন পয়স্থি চর উঠিয়া যে মৌজার জমির সহিত মিলিত হয়, উহাতে সেই মৌজার মালিকের স্বত্ব বর্ত্তিবে। কিন্তু ঐ চর সম্বন্ধে যদি থাক্ নক্সা বা সার্ভে নক্সা ভাওরাইয়া এরূপ বুঝা যায় যে উহা যে মৌজার সংলগ্ন হইয়াছে, সে মৌজার জমি না হইয়া পর পাড়ের অন্য কোন মৌজার জমি যাহা সিকস্থি হইয়া নদী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, তাহা এইক্ষণ ভিন্ন পাড়ে আসিয়া পয়স্থি হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ চর যে মৌজার সিকস্থি হইয়াছিল,

---

* ১৮২৫ সনের ১১ কানুন ২য় ধারা দ্রষ্টব্য।

সেই মৌজারই জমি বলিয়া সাব্যস্ত হইবে ও সেই মৌজার মালিকের স্বত্ব আইন অনুসারে ধ্বংস হইয়া না থাকিলে উহাতে তাহারই স্বত্ব বৰ্ত্তিবে।

(খ) যে সমস্ত কম জল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র নদীতে মাছ ধরিবার জন্য জলকর ধার্য্য থাকে সেই সমস্ত নদীতে চর পড়িলে নদী গর্ভে যাহার স্বত্ব থাকে, ঐ সমস্ত নূতন পয়স্তি চরেও তাহারই স্বত্ব জন্মিবে।

(গ) কোন বৃহৎ নদীতে চর পড়িলে এবং ঐ চর থাক্ নক্সাদি দ্বারা অন্য কোন মৌজার সিকস্তি ভূমি বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে চর ও নদী তীর মধ্যে যে জল উহা যদি হাটিয়া পার না হওয়া যায়, তবে ঐ চর গবর্ণমেণ্টের খাস বলিয়া সাব্যস্ত হইবে *।

১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারার বিচারের পর, নিষ্পত্তির তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে লোকাল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পক্ষগণের প্রার্থনামূলে অথবা নিজের ইচ্ছানুসারে উক্ত ধারা দ্বয়ের নিয়ম ক্রমে মিমাংসিত বিষয়ের পুনরালোচনা বা পুনঃ মিমাংসার আবশ্যক হইলে তাহা করিতে পারেন। †

তৎপর ১০৫ ও ১০৬ ধারা মতে নিষ্পত্তি কৃত বিষয়ের আপীল শ্রবন জন্য স্পিশিয়েল জজ নিযুক্ত হয়েন। পুনরালোচনার তারিখ হইতে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের

* ১৮২৫ সনের ১১শ কানুন, ৪ ধারা ৩ উপধারা দ্রষ্টব্য।

† ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৮ ধারা দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থামত তিন মাস মধ্যে উল্লিখিত স্পিশিয়েল জজের নিকট আপীল করিতে হয়। *

এই আপীল নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে তদূর্দ্ধ গমনের ইচ্ছা থাকিলে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের নিয়মানুসারে আপীল নিষ্পত্তির পর তিন মাস মধ্যে মহামান্য হাই কোর্টে আপীল করিতে হয়। †

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৯ ক (১।২) ধারা দ্রষ্টব্য।

† ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৯ ক (৩) ধারা দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট।

মুসলমানী ফরায়েজ।

মুসলমানগণের প্রকৃত ওয়ারিশ সাব্যস্ত করা এক কঠিন ব্যাপার। তাহাদের সম্পত্তিতে মুসলমানী কেতাব অনুসারে কে কত অংশের অধিকারী তাহা প্রত্যেকেরই জানা একান্ত আবশ্যক। ভূতপূর্ব্ব সেটেলমেণ্ট অফিসার মাননীয় শ্রীযুক্ত বি, বেল্ সাহেব মহোদয় মুসলমানী কেতাব অনুযায়ী যে ফরায়েজ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের অভাব দূরীভূত করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। ইহা দ্বারা মুসলমানগণের প্রকৃত ওয়ারিশ জানা সম্বন্ধে যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাধারণ নিয়ম। *

১। প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ পাইয়া থাকে।

২। পুত্র বর্ত্তমানে ভ্রাতা ভগিনী ওয়ারিশ হয় না।

৩। কেবল মাত্র কন্যা রাখিয়া কেহ মরিলে ও পুত্র না থাকিলে মৃত ব্যক্তির কন্যা, মাতা ও স্ত্রীর অংশ বাদে যাহা থাকিবে, তাহা তাহার ভ্রাতা ও ভগিনী পায়। প্রত্যেক ভ্রাতার অংশ প্রত্যেক ভগিনীর অংশ অপেক্ষা দ্বিগুণ। কেবল

* মাননীয় শ্রীযুক্ত বি, বেল্ সাহেব কৃত "মুসলমানের ওয়ারিশগণ" নামক ফারম্ দ্রষ্টব্য।

ভ্রাতা থাকিলে বাকী অংশ সমুদয়ই ভ্রাতা এবং কেবল মাত্র ভগিনী থাকিলে অবশিষ্ট অংশ সমুদয়ই ভগিনী পাইয়া থাকে।

৪। এক কন্যা থাকিলে ৷৷০ আনা অংশ পাইবে। একাধিক কন্যা থাকিলে তাহারা ৷৷৵১৩৷/ ক্রান্তি অংশ তুল্যাংশে পাইবে।

৫। যদি ভ্রাতা কি ভগিনী বর্ত্তমান না থাকে তবে মাতা ও কন্যা আপন আপন অংশ বাদে বাকী অংশ নিজ অংশের রসদ মতে পাইবে ; বাকী অংশ হইতে স্ত্রী কিছু পাইবেনা।

৬। কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া গেলে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ উল্লিখিত নিয়মানুসারে পুত্র ও কন্যার ন্যায় অংশ পাইবে।

৭। নিঃসন্তান ব্যক্তির ভ্রাতা বা ভগিনী না থাকিলে তাহার জ্ঞাতীগণ অংশ পাইয়া থাকে। স্ত্রী মাত্র ।০ আনা অংশ পায়।

I. মাতা ও স্ত্রী বর্ত্তমানে।

১। কেবল মাত্র পুত্র থাকিলে ঃ—

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নিম্নস্থ টেবল সমূহ মধ্যে × ক্রশ চিহ্ন মূল ধনী মৃত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে দেওয়া হইল)।

১নং টেবল।

I. মাতা ও স্ত্রী বর্ত্তমানে।

২। পুত্র ও কন্যা থাকিলে :--

২নং টেবল।

(৩)

মাতা
১/৬
৵১৩।৴

=	স্ত্রী
×	১/৮
	৵০

পুত্র	পুত্র	কন্যা
২/৫ × ১৭/২৪	২/৫ × ১৭/২৪	১/৫ × ১৭/২৪
।১০॥৴৴	।১০॥৴৴	৵৫।৴

(৪)

মাতা
১/৬
৵১৩।৴

=	স্ত্রী
×	১/৮
	৵০

পুত্র	কন্যা	কন্যা
২/৪ × ১৭/২৪	১/৪ × ১৭/২৪	১/৪ × ১৭/২৪
।৴১৩।৴	৵১৬॥৴৴	৵১৬॥৴৴

I. মাতা ও স্ত্রী বর্ত্তমানে।

৩। কেবল মাত্র কন্যা থাকিলে ঃ—

৩নং টেবল।

(৩)

মাতা
$\frac{2}{8} \times \frac{7}{8}$
৵১০
=
স্ত্রী
×
৵০
কন্যা
$\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$
॥৵১০

(৪)

মাতা
৵১৬
=
স্ত্রী
×
৵০
কন্যা
কন্যা
।৴১২
।৴১২

I. মাতা ও স্ত্রী বর্ত্তমানে

৪। নিঃসন্তান অবস্থায়ঃ—

৪নং টেবল।

(১)

মাতা
১/৬
৵১৩।৴

ভ্রাতা	=	স্ত্রী	ভগিনী
২/৩ × ১৭/২৮	×	১/৪	১/৩ × ১৭/২৮
।৶১১৴৭		৵০	৶১৫॥১৩

(২)

জ্ঞাতী থাকিলে বাকী ।৵১৩।৴ ক্রান্তি অংশ তাহারা পাইবে।

II কেবল স্ত্রী বর্ত্তমানে।

১। কেবল মাত্র পুত্র থাকিলে ঃ—

৫নং টেবল।

II. কেবল স্ত্রী বর্ত্তমানে ।

২। পুত্র ও কন্যা থাকিলে ঃ—

৬নং টেবল ।

(৩)

=	স্ত্রী
×	১/৮
	৭/০

পুত্র	পুত্র	কন্যা
২/৫ × ৭/৮	২/৫ × ৭/৮	১/৫ × ৭/৮
।/১২	।/১২	৶/১৬

(৪)

=	স্ত্রী
×	১/৮
	৶০

পুত্র	কন্যা	কন্যা
১/২ × ৭/৮	১/৪ × ৭/৮	১/৪ × ৭/৮
।৶০	৶/১০	৶/১০

II কেবল স্ত্রী বর্ত্তমানে।

৩। কেবল মাত্র কন্যা থাকিলেঃ—

৭নং টেবল।

(৩)

(৪)

II কেবল স্ত্রী বর্ত্তমানে।

৪। নিঃসন্তান অবস্থায়ঃ—

৮নং টেবল।

(১)

ভ্রাতা	=	স্ত্রী	ভগিনী
২/৩ × ৭/৮	×	১/৮	১/৩ × ৭/৮
॥৴৩[illegible]৴		৵০	।১৩।৴

(২)

=	স্ত্রী
×	১/৪
	।০

বাকী ৸০ বার আনা জ্ঞাতী পাইবে।

III কেবল মাতা বর্ত্তমানে।

১। কেবল মাত্র পুত্র থাকিলে ঃ—

৯নং টেবল।
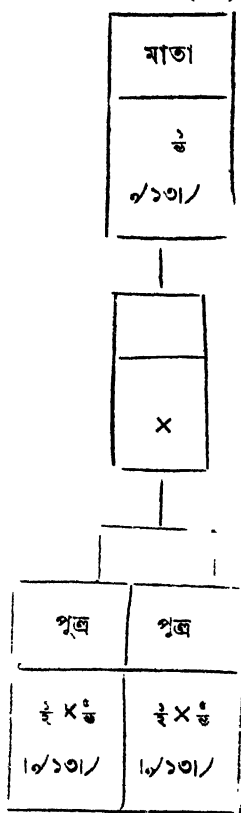
III কেবল মাতা বর্ত্তমানে।

২। পুত্র ও কন্যা থাকিলে ঃ—

১০নং টেবল।

(১)

মাতা
১/৬
৵১৩।৴

+	

পুত্র	কন্যা
২/৩ × ৫/৬	১/৩ × ৫/৬
॥১৭৸৭	।৮৸৴১

(২)

মাতা
১/৬
৵১৩।৴

+	

পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা
১/৩ × ৫/৬	১/৩ × ৫/৬	১/৬ × ৫/৬	১/৬ × ৫/৬
৮৸০১৩	।৮৸৴১৩	৵৪।৴৴৩	৵৪।৴৴৩

(৩)

মাতা

$\frac{১}{৬}$

৵১৩৷/

×

পুত্র	পুত্র	কন্যা
$\frac{১}{৩}$	$\frac{১}{৩}$	$\frac{১}{৬}$
৷/৬॥//	৷/৬॥//	৵১৩৷/

(৪)

মাতা

$\frac{১}{৬}$

৵১৩৷/

×

পুত্র	কন্যা	কন্যা
$\frac{১}{২} \times \frac{৫}{৬}$	$\frac{১}{৪} \times \frac{৫}{৬}$	$\frac{১}{৪} \times \frac{৫}{৬}$
৷৵১৩৷/	৶৬॥ //	৶৬॥//

III. কেবল মাতা বর্ত্তমানে।

৩। কেবল মাত্র কন্যা থাকিলে ঃ—

১১নং টেবল।

(৩)
মাতা
১/৪
।০
×
কন্যা
৩/৪
৸০

(৪)
মাতা
১/৫
৶৪
×
কন্যা
কন্যা
২/৫
২/৫
।৵৮
।৵৮

III. কেবল মাতা বর্ত্তমানে

৪। নিঃসন্তান অবস্থায় ঃ—

১২নং টেবল।

বাকী ॥৵১৩।/ ক্রান্তি অংশ জ্ঞাতী পাইবে।

IV. মাতা ও স্ত্রী অবর্ত্তমানে।

১। কেবল মাত্র পুত্র থাকিলে ঃ--

১৩নং টেবল।

IV মাতা ও স্ত্রী অবর্ত্তমানে।

২। পুত্র ও কন্যা থাকিলে ঃ—

১৪নং টেবল।

(৩)

৪)

IV. মাতা ও স্ত্রী অবর্ত্তমানে।

৩। কেবল মাত্র কন্যা থাকিলে ঃ—

১৫নং টেবল।

IV. মাতা ও স্ত্রী অবর্ত্তমানে।

৪। নিঃসন্তান অবস্থায়ঃ—

১৬নং টেবল।

(১)

ভ্রাতা		ভগিনী
২/৩	×	১/৬
॥৶১৩।/		।/৬॥//

(২)

×

সম্পূর্ণ

প্রশংসা পত্র।

ময়মনসিংহের এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত খাঁন বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ আব্দুল মমিন বি, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"I have glanced through Babu Jogendra Prasad Dutt's "Survey" & Settlement Samachar" and have suggested some corrections, which seemed to me to be necessary. In districts where survey & Settlement operations are going on, a book like this in easy Bengalee is a great necessity & I am confident the people generally, & the Zaminder's amlas in particular will receive great help from it All the different stages of the operations have been discused in detail and I doubt not the book will admirably serve the purpose for which it is intended.

M. A Momen B A.
A. S. O.
18, 7. 11

(অনুবাদ)

বাবু যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্তের সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সমাচার দেখিয়াছি এবং কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় সংশোধন জন্য প্রস্তাব করিয়াছি। যে সমস্ত জেলায় সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য চলিতেছে, সেই সব স্থানে এরূপ সরল বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পুস্তক অতি আবশ্যকীয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই এবং সেটেলমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ সকলেই ইহাতে বিশেষ সাহায্য পাইবে। বিভাগীয় যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি লিখিবার উদ্দেশ্য যে, অতি প্রশংসনীয় সহিত সিদ্ধ হইবে তাহাতে আমি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি না।

এম্‌, এ, মমিন বি, এ
এসিঃ সেটেলমেণ্ট অফিসার

ময়মনসিংহের অন্যতম এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত ছৈয়দ মজ্জাম উদ্দিন হোসেন বি, এ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"Babu Jogendra Prasad Dutt's Survey & Settlement Samachar appears to be a useful publication and will be of great help to the Bengalee knowing Public who want to know the different stages and working of Cadastral Survey and Settlement operations.

S. M. Hosain. B.A.
Asst. Sett. officer.
18. 7. 11.

(অনুবাদ)

বাবু যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্তের "সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সমাচার" একখানি আবশ্যকীয় বই বলিয়া বোধ হইল। যে সমস্ত বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞাতসার লোক সেটেল্‌মেণ্টের বিভিন্ন কার্য্যাবলী জানিতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা কেডাষ্ট্রেল সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিভাগে কাজ করেন তাঁহারা সকলেই ইহা দ্বারা বিশেষ সহায়তা পাইবেন।

এস্, এম্, হোসেন বি, এ,
এসি, সেট, অফিসার।
১৮।৭।১১

* * পুস্তক খানি সেটেলমেন্টের জরিপ ও মহলিখন সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি দৃষ্টান্ত সহকারে এরূপ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠে জমিদার, তালুকদার, মধ্য-স্বত্বাধিকারী, রায়ত কোর্ফারায়ত প্রভৃতি যাবতীয় স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই সম্যক্‌রূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। ইহার লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেটেলমেন্টের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বা তদ্বির করিলে আর কোন অসুবিধাই ঘটিবে না। * * * সেটেলমেণ্ট বিভাগে যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহারাও অনেক সময় ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন। * * *

সেটেলমেণ্ট বিভাগ ময়মনসিংহ	শ্রীসিদ্ধেশ্বর হালদার বি, এ কানুনগো

পুস্তকখানি প্রকৃতই বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আশাকরি গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে।

সেটেলমেণ্ট বিভাগ ময়মনসিংহ ৮।৫।১১	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কানুন গো

গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। পুস্তকখানা পাঠে সাধারণের উপকার হইবে।

সেটেলমেণ্ট বিভাগ ময়মনসিংহ ১৩।৫।১১	শ্রীযতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ, কানুন গো

পুস্তকখানিতে সাধারণের জ্ঞাতব্য বহুবিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে সেটেলমেণ্ট বিভাগের আমীন ও পাটোয়ারীগণও উপকৃত হইবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

সেটেলমেণ্ট বিভাগ
ময়মনসিংহ। ৪।৬।১৯।

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র সরকার বি, এ,
কানুন গো।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত প্রণীত সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সমাচার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রকৃতই পুলকিত হইয়া এতদূর সংক্ষেপে ও বিশদ ভাবে কিস্তোয়ার, খানাপুরী, বুঝারত, এটেষ্টেশন ১০৩ (ক) ধারা প্রভৃতি বিষয়গুলি আর কোন পুস্তকে এরূপ সরল ভাষায় বুঝান হয় নাই জমিদার মধ্যস্বত্বাধিকারী, রায়ত, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক।

সেটেলমেণ্ট বিভাগ
ক্যাম্প মুক্তাগাছা
২ রা জুন ১৯১১

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন
কানুন গো।

গ্রন্থকার প্রণীত

জগাই মাধাই।

(যন্ত্রস্থ)

নরকের ভীষণ যাতনা হইতে রক্ষা পাইয়া মানুষ কিরূপে স্বর্গে বিমল জ্যোতিঃতে বিভাসিত হইতে পারে,—নরকের কুণ্ড সদৃশ ঘৃণিত স্বভাব ভীষণ অত্যাচারী জগাইকে পতিপ্রাণা লীলাদেবী অসহ্য মর্ম্মযাতনা পাইয়াও কিরূপে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন,—প্রণয়ের পবিত্র-স্রোতে অবগাহন করিয়া বিলাসবিভ্রান্তা রমণী মুসলমান দুহিতা রোসেনা কিরূপে পরকালের আশায় ইহ জীবনের সুখে জলাঞ্জলী দিয়া অনায়াসে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন,—ক্ষমা ও ঔদার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মহাত্মা নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ কিরূপে ভক্তির সুশীতল বারি ঢালিয়া দিয়া পাপীর কঠিন প্রাণেও করুণার ছবি আঁকিয়া ছিলেন "জগাই মাধাই" তাহারই একখানি মনোহর চিত্র। বালকবালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা—যে কোন ব্যক্তি ইহা পাঠে আনন্দিত হইতে পারিবেন। ইহাতে সুন্দর সুন্দর ছবি থাকিবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য্য।